সে অসীমা বলে পাই নি
ফেরদৌস হাসান

একদম আলাদা একটা বিষয়, আলাদা একটা সময়। ব্যতিক্রম কাহিনীকে বইয়ে ধরা প্রায় অসম্ভব। এখানেই লেখকের মুন্সীয়ানা। তাঁর সময়কে ধরার কায়দাটি, চরিত্র নির্মাণ অনবদ্য। সবচেয়ে বড় কথা হলো তিনি আমাকে এক নিঃশ্বাসে নিয়ে যেতে পেরেছেন শেষ পর্যন্ত। পাঠক, আপনিও মুগ্ধ হবেন তাঁর শব্দ চয়নে।

জনপ্রিয় কথাশিল্পী ফেরদৌস হাসানের 'সে অসীমা বলে পাই নি' উপন্যাসটি এবারও পাঠক সমাজে ব্যাপক সাড়া জাগাবে। বাঙালি তরুণ, দুই বিদেশিনীর ত্রিভুজ প্রেমকাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে এই উপন্যাসের কাহিনী। নায়ক কি বরফের স্তূপে মারা যায়? নায়িকা কিভাবে কষ্ট ভুলে থাকবে? এইসব মর্মস্পর্শী প্রশ্নের উত্তর পেতে উপন্যাসটি পড়ুন।

প্রকাশক

প্রচ্ছদ : তারিক ফেরদৌস খান

www.pathagar.com

প্রায় দুই যুগের বেশি সময় ধরে মিডিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন নাট্যকার, নির্মাতা ফেরদৌস হাসান। পাশাপাশি গল্প উপন্যাসও লিখে আসছেন।

ফেরদৌস হাসান ও আখতার ফেরদৌস রানা নাম দু'টি ভিন্ন হলেও মানুষ কিন্তু একজনই। আশির দশকের শুরুতে টিভি নাটক রচনাতে আসেন। নাটক, টেলিফিল্ম, ধারাবাহিক মিলিয়ে দুই হাজারেরও বেশি নাটক রচনা ও পরিচালনা করেছেন। অসংখ্য ব্যবসা সফল সিনেমার চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনার কৃতিত্বও তাঁর ঝুলিতে। তাঁর লেখা গানও আছে বেশ কিছু। তিনি একজন দক্ষ সুরকার। ফেরদৌস হাসান প্রচার বিমুখ এবং নীরবে কাজ করতেই পছন্দ করেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে স্নাতক শেষে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ১৯৭১ সালে বাড়ি পালিয়ে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন। কৈশোরের ঐ স্বপ্নটাই এখনও লালন করেন—সুন্দর বাংলাদেশের স্বপ্ন।

www.pathagar.com

সে অসীমা বলে পাই নি

ফেরদৌস হাসান

লেখাপ্রকাশ

www.pathagar.com

দ্বিতীয় প্রকাশ
১৫ ফেব্রুয়ারি
একুশে বইমেলা ২০১০
প্রথম প্রকাশ
১ ফেব্রুয়ারি
একুশে বইমেলা ২০১০
স্বত্ব
লেখক
প্রচ্ছদ
তারিক ফেরদৌস খান
০১৭১২ ৫৬১৯১৯
মূল্য : ১০০ টাকা U.S. $ 5
প্রকাশ
বিপ্লব ফারুক

লেখা প্রকাশ
৩৩ নর্থব্রুক হল রোড বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
তরঙ্গকথন
০১৭১৮ ১১৭৭৫৫/০১৭১৫ ৪৫৭২৩৪
শব্দপ্রয়োগ
কলি কম্পিউটার
৪৫ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
মুদ্রণ
মৌমিতা প্রিন্টার্স
২৫ প্যারীদাস রোড ঢাকা ১১০০
বাঁধাই
মোকাদ্দেস এন্ড ব্রাদার্স
২ শ্রীশদাস লেন ঢাকা ১১০০

SHA ASHIMA BOLE PAYNI by Ferdous Hasan
Published By Biplob Faruque, Lekhaprokash
33 Northbrook Hall Road Banglabazar Dhaka 1100
Printed By : Moumita Printers
25 Praridas Road Dhaka 1100

www.pathagar.com

উ ৎ স র্গ

শাহ্ আলম শান্তি
ওফেনবাখ, জার্মানি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কেন উপন্যাসটি লিখেছি?

উপন্যাসটি প্রকাশের সময় কথাগুলো মাথায় আসেনি। দ্বিতীয় সংস্করণে তাই সেই কথাগুলো লিখলাম। আসলে আমি কি লিখতে চেয়েছি, মানে এই উপন্যাসে আমি কি বলতে চেয়েছি, পাঠক লেখাটা পড়ার পর আপনার অনুভূতি আমার সাথে মিলিয়ে দেখুন তো মিলে কি না!

আমি লিখতে চেয়েছিলাম ইউরোপের ঐ শীতে, তাপমাত্রা যেখানে হিমাঙ্কের ২০° ডিগ্রি নিচে সেখানে সেই বৈরী আবহাওয়ার ভেতরে এদেশের যুবকেরা যদি সংগ্রাম করতে পারে, মূল্যবোধ বাঁচিয়ে রাখতে পারে—তাহলে এত সুন্দর আবহাওয়ায় আপন দেশে সেই মূল্যবোধের কোন নাম গন্ধ নেই কেন? কেউ যেন কোন অসীমা অর্থাৎ এত বড় ভালোবাসার দেখা পায় না।

আমি এই প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজে পাইনি? কেউ কি আমাকে বলে দেবেন!

ফেরদৌস হাসান
১০ ফেব্রুয়ারি ২০১০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমি ওফেনবাখ স্টেশনে নামি।

যখন নামি উবান তখন খালি। উবান মানে পাতাল রেল। ভাষাটা এখনও শিখিনি, শিখতে কত দিন লাগবে আল্লাই জানেন। আমার আবার সব উল্টো। এই যেমন আরবি পড়তে পারি কিন্তু অর্থ বুঝি না, তবে জার্মান অর্থ বুঝি কিন্তু পড়তে পারি না। জটিল চেহারার সব শব্দ, লম্বাও বটে। তার উপরে আবার নোক্তা, ওটাকে এরা উমলট বলে।

শান্তিদা বাড়িটার ম্যাপ করে দিয়েছে, সেটা দেখে দেখে যাচ্ছি। আজ আবার বাতাস বইছে, বরফের সাথে যখন হাওয়া যুক্ত হয় তখনকার অবস্থার সাথে কোন কিছুর তুলনা চলে না। ঠাণ্ডায় যদি অবস্থা কেরাসিন হয় তাহলে বাতাস ছুটলে অবস্থা অকটেন, মানে অক্কা পাওয়ার অবস্থা। সে বাতাস কি ভাবে যেন কোট ফুঁড়ে, সোয়েটার ফুঁড়ে, জামা, গেঞ্জি, ইনার, আন্ডারওয়্যার ফুঁড়ে মাংস ভেদ করে হাড়ের ভেতর ঢুকে পড়ে। সব চেয়ে মুশকিল হয় বাথরুমের, ওটা করার সময় জিনিসটা খুঁজে পাওয়া যায় না। এই জন্য ইউরোপে রেপ কেস কম, ক্ষুদ্র অসহায় জিনিস দিয়ে তো ওটা করা যায় না।

আমি বাসাটা খুঁজে পাই বনের ভেতর। বাড়ি না গির্জা সন্দেহ হয়, একেবারে সুনসান। বাড়িটা হাঁটু পর্যন্ত বরফ নিয়ে নদীর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। নদীর নামটা শান্তিদা রাইন লিখেছে না মাইন লিখেছে ধরতে পারি না। গাছগুলো কি চিনতে পারি না। বরফের চোটে সব সাদা। শুধু নদীর পানিটা নীল।

মেনটল ঝেড়ে টুপি ঝেড়ে একটু দুরস্ত হওয়ার চেষ্টা করি। তবে পা ঝেড়ে জুতোর বরফ বিদায় করতে পারি না। সে সাদা কালো ফুটবল হয়ে আছে। ঘণ্টা বাজাই কিন্তু দরজা মোটা বলে বেলের শব্দ পাই না। ঝাড়া দুই মিনিট অপেক্ষা করে কড়া নাড়ি, সে কি আর নড়ে, অসার হাতে তাকে

www.pathagar.com

নাড়ানোর ক্ষমতা নেই। বাসায় মনে হয় কেউ নেই। থাকলেও তিনি অনেকগুলো লেপের নিচে, তাই দরজা ভাঙলেও সেই শব্দ কানে যাবে না।

আমি কি সময়ের আগে এসে পড়লাম না দুপুর গড়িয়ে গেছে অনেক আগে। মাথার ওপর সূর্য থাকলে সেটা আঁচ করা যায় কিন্তু এখানে ঘড়ি ছাড়া বেলা বোঝার বিদ্যা এখনো আয়ত্ত হয়নি।

যাই হোক পিঠের ঝোলাটা পিঠ আর বইতে নারাজ। সে ব্যথায় টনটন করছে। কিন্তু ঝোলা নামিয়ে রাখবো কোথায় জায়গা পাই না। আসার পথে একটা পাব দেখেছি সেখানে গিয়ে একটু গরম হওয়া যায়। তবে এখন গিয়ে সেখানে যদি বসি নির্ঘাত ঘুমিয়ে পড়বো। হাইসুং-এর ওম্ পালকের বিছানার চাইতেও সুন্দর। আমার শোয়া লাগবে না একটু বসার জায়গা পেলেই কাফি। তবে ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না চাকরিটা যেভাবেই হোক পেতে হবে। আর সুনসান এই শহর, ঐ নদী, বনের আড়ালে বাড়িটা আমার লুকিয়ে থাকার জন্য খুবই ভাল। পুলিশ আমাকে ফট করে খুঁজে পাবে না। এখানে যদি চাকরি হয় তাহলে বেশ কিছুদিন অন্তত নিশ্চিন্ত।

এইভাবে নিজেকে বুঝাতে বুঝাতে পাবে নিয়ে আসি। এই শীতে শরীরকে বুঝিয়ে শুনিয়ে ম্যানেজ করতে হয়। মাথা হুকুম করলেই গতর এখানে নড়ে না। ঐ দেশে দেহ মাথার চাকর হতে পারে এখানে উল্টো, মাথাই দেহকে তোয়াজ করে চলে।

পাবটা পথের ধারে, সাইনবোর্ডের নামটার চেয়ে সে সাইজে ছোট। তার ভেতরে ঢুকে ব্রান্ডি চাইতে সাহস হয় না। কারণ বারটেন্ডারের এক চোখ কানা, তার আর একটা চোখ জলদস্যুদের মত কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা।

ভাস ভুনশেন জী....আমি কি খেতে চাই জলদস্যু জিজ্ঞেস করে।

ইশ ময়ষ্টে আইনেন কাফে বীটে.... আমি কফি চাই।

বিটে নেমেন জী প্লাৎজ ..... আমাকে দয়া করে বসতে বলে।

তার ভদ্রতা দেখে আমি সাহস পাই। তখন বলি, ডারফ ইশ কণিয়াগ বে কমেন !

ভুনশেন জী কাফে ডভার কনিয়াগ..... কফি দেব না কনিয়াক দেব?

কনিয়াগ–

ও.কে !

কাফে বেশ সাগরম। তবে বুড়োবুড়িই বেশি। আমি তাতে আশ্বস্ত হই। কারণ মদ ছাড়া তাদের আর কোন ব্যাপারে আগ্রহ নেই। গ্লাশ ভরে ভরে বিয়ার নিয়ে বসে আছে তো আছেই। দু'চার জন বেগম তাদের সাহেবের

www.pathagar.com

জন্য সুয়েটার বুনে চলেছেন তাদের কোলে উলের লাল নীল বল। কেউ কেউ কিছু দূর বোনা হলে স্বামীর গতরে লাগিয়ে দেখে নিচ্ছেন কতদূর হলো বা রংটা কেমন দেখাচ্ছে। তারপর আবার মন দিয়ে বুনে যান। দু'একজন রসিক স্বামী ব্যস্ত স্ত্রীদের মুখে বিয়ার তুলে দিচ্ছেন। তাই স্ত্রীরা বেশ গদগদ।

কনিয়াক চলে আসে, কনিয়াকের সাথে কিসের যেন মাংস। দাম যে কত আল্লাই জানে। এরা মনে হয় শুধু কনিয়াকের অর্ডার নেয় না। পকেটে যদি এত না থাকে তাহলে নির্ঘাত পুলিশ ডাকবে। সে আমার ব্যাজার মুখ দেখে বুঝতে পারে, হাসের জন্য পয়সা দিতে হবে না !

আমার তখন কানাটাকে ধরে চুমু খেতে ইচ্ছে করে। জলদস্যু এক কথায় আমার মন কেড়ে নেয়। ও যদি আমাকে আর কিছু খাওয়ায় তাহলে ওকে বাপ বলতেও আপত্তি নেই। জনক তো সেই যিনি জন্মও দেন ভাতও দেন। এই জন্য বাপের হোটেলের চাইতে মনোহর আর কিছু নেই। কিন্তু আমার আফসোস আমার জন্মদাতা বেশি দিন টেকেননি। তাই আমার কপালে ফ্রী ভাত-মাংস বেশি দিন জোটেনি। তাই আমার কাছে মায়ের চাইতে বাবাই শ্রেষ্ঠ, আর দেশের মধ্যে জার্মানি শ্রেষ্ঠ। কারণ এরা তাদের দেশকে মাতৃভূমি না বলে পিতৃভূমি বলে। শাবাশ !

হঠাৎ একজনের কোল থেকে দু'টো উলের বল মেঝেতে ছুটে আসে আমার দিকে। আমি সাবধানে সে দু'টো কুড়িয়ে তাদের কাছে যাই। তারা তো আল্লাদে আটখানা। বুড়ি হাত বাড়ায় আমি হাত ধরি। ঠিক তখনই চোখ যায় দরজার কোণে। আমি চমকে উঠি। তাকে নিথর দেখে মনে হয় সে যেন তুষার দিয়ে তৈরি।

তবে তার হাতের কাপাটা ঠোঁটে উঠলে ভুল ভাঙে। আমি এত সুন্দর মেয়ে জীবনে দেখিনি।

আমাকে সে দিকে তাকিয়ে জমে যেতে দেখে বুড়ো বুড়ি আর এক চোট হাসে। তবে তার কানে মনে হয় কিছুই যায় না।

সে তাকিয়ে আছে দূরে। নদীটা যেদিকে সেদিকে। বন যেদিকে সেদিকে। হয়তো ঐ বাড়িটার দিকে। কিন্তু তার চোখে কালো চশমা। তাই বলা যায় সে কালো বরফ দেখছে। আমি তার দৃষ্টি মিস করি। চোখ দু'টো দেখতে পেলে ভালো হতো। সোনালি চুল যখন তখন ও দু'টো নীলই হবে। আমি খুশি হবো যদি ওরা কালো হয়। সোনালির সাথে যদিও কালো যায় না তবুও আমি কালোই চাই। কালো হলে আপন আপন লাগে। শান্তিদার বাদামী চোখের বান্ধবীটাও মন্দ না।

www.pathagar.com

আমি কখন বসতে ভুলে গেছি টের পাই নি। আমাকে হা করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সবাই আমার দিকে তাকিয়ে, শুধু সে ছাড়া। সে মনে হয় দেহটাকে সেখানে বসিয়ে বাইরে চলে গেছে, অনেক দূরে। খুব সহসাই ফিরবে না, তাই সে তাকাবেও না। আমি টেবিলে ফিরি। জুত করে মাংস আর কনিয়াক খাই। শরীর চাঙ্গা লাগে। একটা শেষ করে আর একটা নিজে গিয়ে নিয়ে আসি। বারে যাওয়ার পথে মেয়েটিকে আর একবার দেখার লোভ সামলাতে পারি না। কিন্তু গিয়ে দেখি সে নেই।

চোখের পলকে উধাও। আমি হতভম্ব।

কষ্টের নিঃশ্বাস ফেলি। আমার আর পান করা হয় না। আমি বিল দিয়ে বেরিয়ে আসি। এখন বাতাস নেই বলে ঠাণ্ডাও কম। আর তার উপরে পেটে হাস আর ব্রান্ডি।

আমি পথে নেমেই যতদূর চোখ যায় মেয়েটাকে খুঁজি। বাতাসের মত সে-ও নিরুদ্দেশ। আমি প্রতিজ্ঞা করি আমি যেভাবেই পারি এখানেই থেকে যাব। যদি সেই বাড়িতে চাকরি না হয় তাহলে এই পাবে এসে থালা বাটি ধুবো, আর করো উলের বল হাত থেকে পড়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিলে কুড়িয়ে দেব।

আর তখন যদি মেয়েটি আসে.....

www.pathagar.com

মন খারাপ করে চলে আসি সেই বাড়িতে।

বেল টিপে অপেক্ষা করি। বাড়ির ভেতরে কোন সাড়া পাই না। রাগ হয়। জোরে জোরে কড়া নাড়ি। তাতেও কাজ হয় না। পেছন দিয়ে চেষ্টা করবো কিনা ভাবি। সামনের দরজাটা সম্ভবত বন্ধ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে বন্ধ। ইহুদীরা ভয়ে এই বনে এসে পালিয়েছিল, এই বাড়িতে। সদর দরজাটা সেই থেকে বন্ধ। চেলা কাঠের পেরক ঠুকে চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে। নাৎসী বাহিনীর বুটের লাথিতে কোন কাজ হয় নি, গেস্টাপোদের হুঙ্কার। ঐ বারটেন্ডারের মত চোখ কানা আইখম্যানও এই বাড়ি থেকে তাদের বের করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই জানালা ভেঙে গলিয়ে দিয়েছে পাইপ, সে পাইপ দিয়ে বিষাক্ত গ্যাস... এটা আসলে কোন বাড়ি না গ্যাস চেম্বার,..

ঐ যে ঐ চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠে গিয়েছিল আকাশে, মানুষ পোড়ানোর ধোঁয়া। এই বনে, ঐ নদীতে, সবখানে সেই আত্মাগুলো এখনো ঘুরে বেড়ায়। এখানে কোন মানুষ থাকে না। আমাকে চাকরি দেয়ার মত কেউ এখানে নেই। শান্তিদা ভুল ঠিকানা দিয়েছে। আমি ঘুরে দাঁড়াই।

সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে।!

ভেয়ার বিস্ট ডু ..... কে তুমি?

ইশ বিন অপু..... আমি অপু।

ভাস ভিলস ডু..... তুমি কি চাও?

এই বাসার ঠিকানায় একজন একটা কুকুর চেয়েছিল, একটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর।

এনেছ?

না।

www.pathagar.com

তাহলে কেন এসেছ?

আমি সেই কুকুরের কাজটা করতে চাই।

মানে?

কুকুর যদি দুধের বোতল আনতে পারে, খবরের কাগজ আনতে পারে আমি পারবো না?

ইডিয়ট....ইডিয়েট।

যে কুকুর চেয়েছে আমি তার সাথে কথা বলতে চাই।

আমি চেয়েছি।

আপনি তো বুঝতে পারছেন আমি কুকুরের চেয়ে উত্তম। আমি কুকুরের চাইতে বেশি সেবা দিতে পারবো।

কোমট্ কাইনে ফ্রাগে.....প্রশ্নই ওঠে না।

ইশ ব্রাউখে আইনে আরবাইট.....আমার একটা কাজ দরকার !

সে চশমা না খুলে ব্যাগ খুলে, আমি পেছই। এখন যদি পিস্তল বের করে গুলী করে.... আমি পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক মরবো। খুব ভয় পাই। কিন্তু সে চাবি বের করে। সেটা বেশ বড়। আমি স্বস্তি পাই, নাক দিয়ে বাতাস নি, ভয়ে আমার নিঃশ্বাস আটকে গেছিল।

মেয়েটি হাত দিয়ে খুঁজে তালার ফুটোটা বের করে, চশমার জন্য হয়তো দেখতে পাচ্ছে না। তারপর চাবিটা ঢোকাতে গিয়ে ফেলে দেয়। তার হাতে দাস্তানা বলে চাবিটা শক্ত করে ধরতে পারেনি। দরজার গোড়ায় বরফে পড়ে চাবি ডুব দেয়। এবার দাস্তানা খুলে নিচু হয়। চাবিটা যেখানে সেখানে হাত না ঢুকিয়ে আশেপাশে খোঁজে। চশমাটা খুললেই কিন্তু পেয়ে যেত। তবু সে খুলবে না। আমিও তার চোখ না দেখে নড়বো না।

বিসড়ু ইমার নক হিয়ার..... তুমি কি এখনো আছো?

ইয়া..... হ্যাঁ।

কুকমাল ডো ইস্ট ডেন স্নুসেল..... চাবিটা কোথায় দেখতো?

ইন ডাইনার রেস্টে সাইটে..... তোমার ডানে।

ভো... কই?

চশমা না খুললে দেখবে কি করে !

সে উঠে দাঁড়ায়।

চোয়াল শক্ত করে মুখ ফেরায়। মনে হয় রেগে গেছে। আমি তখন ব্যাপারটা ধরে ফেলি। এই সুন্দরী নিশ্চয় ট্যারা। আমি চশমা খুলতে বলেছি বলে অপমান বোধ করছে। সে ট্যারা হলে তার চোখ দেখে লাভ নেই। আমি

www.pathagar.com

আর কোন আকর্ষণই বোধ করি না। কালো হলে পাউডার মাখানো যায়, নাক বোঁচা হলেও টেনে লম্বা করা যায়, কিন্তু ট্যারা চোখ কিছু করার সাধ্য আমার নেই। ওকে যখন চাঁদ দেখাবো তখন দেখবো সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, আর যখন সে আমাকে দেখবে আশা করবো তখন দেখবো চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে।

উনমোইগলিশ.... অসম্ভব !

আমার আর্তনাদটা সে বোধ হয় শুনতে পায়।

বিটে মাকস্ত দি টোয়ার আউফ..... দরজাটা খুলে দাও।

আমি তবু অভদ্রের মত দাঁড়িয়ে থাকি, ট্যারা কোন মেয়েকে আমি সাহায্য করতে নারাজ। যাকে নিয়ে এতক্ষণ একটা ঘোরের ভেতর ছিলাম সেই ঘোরটা নষ্ট করার জন্য আমি তার উপর ক্ষিপ্ত। তখন পাবে বসে চশমাটা খুললেই চলতো। আমাকে চোখ ঢেকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরানোর জন্য তার কোন ক্ষমা নেই। তোর কুকুরই দরকার, তুই কুকুর নিয়ে থাক, আমি গেলাম। তোর গোলাম হওয়ার কোন ইচ্ছা আমার নেই। ইশ্ গেহে..... আমি চললাম।

ইশ বিন ব্লিন্ড.....

আমি থমকাই। সে কি বললো আমি কি ঠিক শুনলাম? ব্লিন্ডই তো বললো, বিস্ট ডু ব্লিন্ড..... তুমি কি অন্ধ?

ইয়া.....

এবার চাবির জায়গায় আমি ঢুকে যাই।

আমি যে কোথায় লুকাব জায়গা খুঁজে পাই না। আমার যেন পালাবারও শক্তি নেই। আমার সত্যি বারোটা বাজে। আমি অমানুষ না হলে কোন প্রাণে তার সাথে এটা করলাম। খুব ঘেন্না হয় নিজেকে। এই জন্যই মেয়েটি মানুষ না চেয়ে কুকুর চেয়েছিল। কারণ আমার মতো মানুষ কুত্তার অধম। ও আমার সাড়া না পেয়ে আবার চাবিটা খুঁজতে শুরু করে। আমার চোখ কেমন করে। চোখ দু'টো এখনো মানুষের বলে সেখানে জল আসে। তাদের এক ফোঁটা গড়িয়ে নেমে আসে গালে। সেই উষ্ণতা আমাকে তার দিকে এগিয়ে দেয়।

আমি গিয়ে ওকে তুলি। তারপর চাবিটা বের করে দরজা খুলে দি। সে আমার হাত ধরে ঘরে ঢুকে পড়ে। তারপর দরজা দেয়। আমি চাবিটা ফিরিয়ে দিয়ে চলে যেতে চাই।

www.pathagar.com

তুমি সত্যি এই চাকরিটা চাও?

আমি নিরুত্তর।

হ্যাঁ, আমি অন্ধ বলে তোমার অনেক ঝামেলা হবে তুমি বরং যাও।

আমাকে বাড়তি কি কি করতে হবে?

সে হেসে ফেলে, চোর আসলে ঘেউ ঘেউ করতে হবে।

আর?

আমার হাত ধরে এখানে ওখানে নিয়ে যেতে হবে?

আর?

বড় বড় ইঁদুর আছে ওগুলো তেড়ে কামড়াতে হবে?

আর?

খরগোশ যেন আমার বাগানে না ঢোকে.....

আর?

কাপড় মেলে দিলে বাতাসে যেন হারিয়ে না যায়।

আর?

সে এবার হাসে।

হাসতে হবে?

হ্যাঁ।

হাসিটা সত্যি সুন্দর। আমি ওর চশমা মেনে নিয়েছি। চোখের সামনে সারাক্ষণ কালো চশমা পরে থাকলে অস্বস্তি লাগারই কথা। কিন্তু আমার আর লাগে না। আমি ওর চশমা মেনে নিলাম। এখন ও আমাকে মেনে নিলেই হলো, মানে কুকুরের জায়গায় আমাকে কবুল করলেই হলো।

আমাকে বসিয়ে ও ভেতরে যায়। আমি ফায়ারপ্লেসটা দেখি। গলা ভেতরে ঢুকিয়ে চিমনিটা দেখতে গেলে চামচিকা নাকে বাড়ি খায়। আমি ভয় পেয়ে সরতে গিয়ে দেয়ালে লেগে কালি মাখি। ওর চোখ থাকলে এখন আরও হাসতো। আমি মুখ ধোয়ার কল খুঁজি।

অনেকক্ষণ মেয়েটির দেখা নেই, সেই যে গেল তো গেলই। আমি ড্রইং ছেড়ে

সিঁড়ির গোড়ায় আসি, কাঠের সিঁড়ি দোতালায় উঠে গেছে। বেশ খাড়া। ওকে নিশ্চয় সাবধানে নামতে উঠতে হয়। নিচে কোন বেসিন আছে কি না সেটা খুঁজতে গিয়ে তাকে আবিষ্কার করি।

সে কেৎলী ঢেলে কফি করছে। পিরিচে বিস্কুট।

আমি কোথায় মুখ ধোবো?

www.pathagar.com

বাথরুমটা দোতালায়।

নিচে পানি হবে না।

ঐ যে বেসিন কিন্তু ওটার পানি মুখে দিতে পারবে না, খুব ঠাণ্ডা।

তাই সই।

আমি বেসিনে যাই, তোমার ফায়ারপ্লেসটার চিমনি কতদিন আগে পরিষ্কার করেছ?

কেন ওটা দেখতে গিয়ে কালি লেগেছে..... হিঃ হিঃ হিঃ

হ্যাঁ।

ওটা বাবা থাকতে পরিষ্কার ছিল, বাবা মরে যাওয়ার পরে আর ব্যবহার করি নি।

তাহলে তো ঠাণ্ডায় মরে যাওয়ার কথা।

ওহ্ হো হাইসুংটা চালু করিনি তাই না, দাঁড়াও।

সে তক্ষুণি রওনা দেয়।

এই ফাঁকে আমি কফিটা করে ফেলি, তারপর ট্রে সাজিয়ে ঘরে যাই।

সে হাইসুং-এর গায়ে হাত দিয়ে গরম দেখছে, তারপর সন্তুষ্ট হয়ে কিচেনে যাওয়ার মাঝ পথে আমার সাড়া পেয়ে সোফায় আসে।

কফিটা খুব ভাল হয়েছে !

কি করে বুঝলেন?

গন্ধে।

কই আমি তো পাচ্ছি না।

অন্ধ হলে পেতে।

আমি চুপ করি।

অন্ধের ঘ্রাণ শক্তি বেশি...

খান, আমি ওর বক্তৃতা বন্ধ করার জন্য হাতে বিস্কুট দি।

সে খায়। তারপর কফির জন্য হাত বাড়ায়।

আমি ধরিয়ে দি, ও কেন জানি হাসে।

হাসছেন কেন?

কুকুর হলে এগুলো পারতো না।

হ্যাঁ।

তুমি চাকরিটা নেবে?

নিলাম।

তোমার পারিশ্রমিক কত?

www.pathagar.com

কুকুরকে যা দিতেন তাই দেবেন।

আমি তোমাকে তার চেয়ে কিছু বেশি দেব, কিন্তু খুব বেশি দিতে পারবো না।

যা দেবেন আমি তাতেই খুশি।

তুমি কবে থেকে যোগ দেবে?

আমি তো দিয়েছি, দেইনি?

তোমার ব্যাগ কোথায়, জিনিসপত্র?

আমার একটা ঝোলা, সেটা আমার কাঁধে।

তাহলে থাকো ।

আমি কোথায় থাকবো?

আমার বাবার ঘরে।

কুকুরটা কোথায় থাকতো?

আমার ঘরে.... ও বলেই বুঝতে পারে কি বললো। আমি দুষ্টুমি করেছি কিনা ধরতে পারে না কিন্তু লজ্জা পায়। আমি দু'টো বিস্কুট শেষ করি। দুধ চিনি ছাড়া কফিও মন্দ না। এখন দয়া করে আমাকে ওর বাবার রুমটা দেখালেই বাঁচি। আমি বিছানায় পিঠ দেব। পেটে কিছু পড়েছে তাই চোখ ধরে আসে।

ও যেন আমার মনের কথাটা বুঝতে পারে, তুমি সোজা উপরে যাও। ডানে প্রথম দরজাটা বাবার। গিয়ে বিশ্রাম নাও। ঠিক ছয়টায় আমরা ডিনারে যাব। পথের ধারে একটা পাব আছে, সেখানে।

আমি তোমাকে ওখানেই দেখেছিলাম, মনে মনে বলি। দেখি সে কেমন বুঝতে পারে। পারে না।

আচ্ছা আমি যাদের কাছে কুকুর চেয়েছিলাম তুমি কি তাদের কাছে আমার ঠিকানা পেয়েছ?

আসলে ঐ কোম্পানিতে আমার একজন পরিচিত চাকরি করে। তার মুখে যখন শুনলাম তুমি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত একটা কুকুর খুঁজছো কিন্তু তাদের হাতে আপাতত তেমন কুকুর নেই তখন আমি তাকে বলি যতদিন সেটা না পাওয়া যায় ততদিন আমি গিয়ে সার্ভিস দি । তুমি যে কাজগুলো কুকুর দিয়ে করাতে চাও আমিও সেগুলো পারি তাই ঠিকানা জোগাড় করে চলে আসলাম।

আমি কাকে টাকা দেব তোমাকে না কোম্পানিকে?

কোম্পানিতো আমাকে পাঠায় নি।

তোমার কি বৈধ কাগজপত্র আছে?

www.pathagar.com

ওয়ার্ক পারমিট?

হ্যাঁ।

না।

তুমি কি এই দেশে বৈধ?

আমার ভিসা আছে।

কোন দেশের?

সুইজারল্যান্ডের।

ওখানে তোমার কাজের অনুমতি ছিল?

হ্যাঁ।

তাহলে তো তোমার এখানে কাজ করতে কোন অসুবিধা নেই–

হ্যাঁ।

তোমার পাসপোর্ট তোমার সাথে আছে?

হ্যাঁ।

তুমি কি এশিয়ান?

হ্যাঁ।

ইন্ডিয়ান?

না।

পাকি...

না।

কোন দেশ?

বাংলাদেশ।

দাঁড়াও! দাঁড়াও! যেখানে খুব বড় বড় ফ্লুস হয়...

ফ্লুস মানে কি? মনে হয় নদী, বন্যা মনে হয় ফ্লুট।

আমি হ্যাঁ হ্যাঁ করি, কোন জার্মান ললনা যেকোন দিন আমাদের নদীর কথা বা বাণের কথা জিজ্ঞেস করবে মাথায় আসেনি।

কাল যে সে বড় বড় কাঁঠাল আর লাউ-এর কথা জিজ্ঞেস করবে না তার গ্যারান্টি কি? এখন মুশকিল হলো কাঁঠাল, লাউ.... এগুলোর জার্মান শব্দ কি কে আমাকে বলে দেবে। শান্তিদাই আমার শেষ ভরসা, জিজ্ঞেস করলে আমি ফাজলামি করছি বলে মনে কিছু না করেন।

আচ্ছা এবার যাও, দোতালার ডানে.....

ও কথা শেষ করার আগেই উঠে পড়ি।

www.pathagar.com

চার্চে ঘণ্টা বাজছে।

সবার আগে বেরিয়ে আসে নোরা। গির্জার দেয়ালে যে পরীর ছবি আছে ও তার চেয়েও সুন্দর। কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে সুইজারল্যান্ডর সবচেয়ে সুন্দর কি? আমি বলবো নোরা। ও এখানকার প্রকৃতির চেয়েও স্নিগ্ধ.... আর শাফাওয়াজেনের ঝর্ণার চেয়েও মনোহর..... রাইন ফলের চাইতেও দুলর্ভ... আর সেন্ট গ্যালানের বাতাসের চাইতেও বিশুদ্ধ.... আমার ধারণা সুইজারল্যান্ডে যত ফুল ফোটে সব নোরার জন্য।

বয়স যে কত বোঝার উপায় নেই। তবে শরীর যথেষ্ট বিকশিত কিন্তু মুখটা কোন শিশুর। আমাকে দেখলে ও হাসে, আমি কথা বললে আরো বেশী হাসে। কারণ আমি জার্মান বলতে পারি না। আমি ছয় মাস জার্মান যতটুকু আয়ত্ত করেছি সেটা করেছি ওর সাথে কথা বলার জন্য। ও কিভাবে, ও কি দেখে, ও কি জানে আমার সব শুনতে ইচ্ছে করে।

এই সামারেও আমাকে একদিন হাত ধরে নিয়ে গিয়ে দেখাল কাঠবিড়ালী কোথায় তার খাবার লুকায়। আর একদিন মাঠে নিয়ে গিয়ে একটা মিঠা কুমড়া দেখাল, আমি এত লাল আর এতবড় কুমড়ো আগে দেখিনি। যেদিন শাফাওয়াজানের ঝর্ণা দেখতে গেলাম সেদিন পুলের নিচে একঝাঁক মাছ দেখালো, সেগুলোও টকটকে লাল। আমরা সবাই যখন রাইনফলের জন্য পাগল আর ও মাছ। বিখ্যাত ঐ জলপ্রপাতের জন্য মানুষ এখানে ভিড় করে, মাছের জন্য ও শুধু একলা।

ওর মায়ের নাম মার্গারেট, সে-ও বেজায় সুন্দরী। নোরার বাবাকে ডিভোর্স দিয়ে এই গাঁয়ে থাকে। বেনকেনের সবচেয়ে সুন্দর বাড়িটা তার। সবচেয়ে সুন্দর বাগানটা তার। সবচেয়ে বড় ফসলের ক্ষেতটা তার। নোরা

www.pathagar.com

বলছিল তাদের মাঠেই নাকি সুইজারল্যান্ডের সেরা আলু হয়। আমরা যেমন ভাত ভলোবাসি, ওরা আলু।

মার্গারেন্ট তার বয় ফ্রেন্ডের কাছে গেলে নোরা চলে যায় তার বোনের কাছে। সে থাকে শাফাওয়াজানে, তাদের ঘরের জানালা দিয়ে রাইনের জলপ্রপাত দেখা যায়, তার জল পতনের শব্দও আসে। খুব মজা।

আমি কাজে যাওয়ার সময় মার্গারেট একদিন নোরাকে সাথে দিয়েছিল আমি তাকে তার বড় মেয়ের বাসায় পৌঁছে দি। তার বোন আমাকে দেখে খুশি হয়নি। কেন হয় নি নোরা আমাকে বলে নি। তবে সে না বললেও বুঝি আমি কালো বলে তার আপত্তি।

মার্গারেট আমাকে আর কোনদিন নোরাকে পৌঁছে দিতে বলেনি। উইক এন্ডে সে তার বয় ফ্রেন্ডের ওখানে গেলে নিজেই নোরাকে দিয়ে আসে। তখন আমি এই প্রাসাদের মালিক। প্রাসাদটা কাঠের তৈরি ফায়ারপ্লেস বলতে দেয়ালের গায়ে মর্চে পড়া সিন্দুক। সেই সিন্দুকে কাঠ ভরে নিচে আগুন দিতে হয়।

আমার ঠাণ্ডার ভয় বেশি তাই আমার ঘরে চেলা কাঠ বোঝাই। আমি সময় পেলেই কাঠ ফাঁক করি। প্রথম প্রথম কুড়াল মিস হতো কিন্তু এখন হয় না। আমি মার্গারেটকে তেল মারার জন্য একবার তার জন্য কাঠ চেলা করেছিলাম।

আমি নিজের কাজ নিজে করতে ভালোবাসি, ও বলে।

আমি কোন কাজ ওকে দ্বিতীয় বার সাহায্য করতে সাহস পাই নি। তবে নোরার জন্য সুযোগ পেলেই আমি কিছু করি। একদিন বাসায় ঢোকার পথে আলগা একটা নুড়িতে বেধে পড়ে গিয়েছিল, আমি সেই নুড়িটা গর্ত করে সমান করে দিয়েছি, ও জানে না। মাঝে মাঝে আমার গুলোর সাথে ওর কাপড় ইস্ত্রি করে দি, ও খেয়াল করে না। কোথায় কোন লাল ফুল চোখে পড়লে আমি তার একটা এনে ওর জানালায় রাখি, ও ভাবে ওর কোন বন্ধু হয়তো রেখে গেছে। ঐ যে ইয়া বড় কুমড়োটা যেদিন দেখাল, তারপরের দিন সেটা তুলে এনে রোদ দিয়েছি। সেটা শুকোলে ওকে একটা ল্যাম্পের শেড করে দেব। ও নিশ্চয় ততদিনে ভুলে যাবে-এক দুপুরে ও আমাকে মাঠে নিয়ে গিয়ে ঐ মিঠা কুমড়োটা দেখিয়েছিল।

আমি দু'শো ফ্রাঙ্ক দিয়ে ওদের একটা ঘর ভাড়া নিয়েছি। আমার সাথে বাক্স পেটরা দেখে সেগুলো চিলে কোঠায় রাখার অনুমতি মিলেছে। সেই বাক্সের ভেতর মেয়েদের গায়ের চাদর আর ইমিটেশনের অলংকার। আমি

www.pathagar.com

সুযোগ পেলেই সানডে মার্কেট ধরি। সুইজারল্যান্ডের পুলিশ সুইজারল্যান্ডের মতই সুন্দর বলে কোন ঝামেলা করে না। এখানকার পুলিশ মহাব্যস্ত তবে ঠিক কি নিয়ে ব্যস্ত আমি এখনো বুঝে উঠতে পারিনি। তাই আমি পথের ধারে ছোট টেবিল সাজিয়ে বসে পড়লে পুলিশ কেয়ার করে না। যে দিন ভাগ্য ভাল থাকে সেদিন দু'তিনশো ফ্রাঙ্ক ছাড়িয়ে যায়। আমাকে অল্প বয়সী মেয়েরা পছন্দ করে না, করে বুড়িরা। আর তাদের খুশি করতে পারলে পাঁচ টাকার জিনিস পনের টাকা পাওয়া কোন ঘটনাই না। শুধু নোরা একদিন সামনে পড়লে খুব লজ্জা পেয়েছিলাম। আমি ফুটপাতে দোকান করি নোরা এটা জানুক আমি চাইনি।

সেটা কেন চাইবো? পৃথিবীর মানুষ এত কষ্ট করে মানে মাইনাস ১০/১৫ ডিগ্রির ভেতরে দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে চুড়ি, ফিতা বিক্রি করে এটা কি সে ভাবতে পারে? পারে না।

নোরার পৃথিবী অনেক সুন্দর, অ-নে-ক।

তার পৃথিবীর মাঠে থরে থরে আলু, সবুজ ক্ষেতে রাঙা রাঙা কুমড়া, গাছে গাছে থোকা থোকা আঙ্গুর, সুপারি মুখে পথে পথে কাঠ বিড়ালীর ছুটোছুটি, নদীর জলে লাল লাল মাছের খেলা, পাহাড়ে সাদা সাদা বরফের মুকুট, আকাশ নীলের পরে নীল, বাতাসে বিশুদ্ধ অক্সিজেন, ঘরে চেলা করা কাঠ, ফায়ারপ্লেসে গনগনে আগুন।

আমি ওকে দেখে টেবিলের নিচে লুকাই।

বের হয়ে এসো, নোরা হুকুম করে।

আমার আর উপায় থাকে না।

তুমি এই করো?

হ্যাঁ।

ঠাণ্ডা লাগে না?

হ্যাঁ।

তাহলে সামারে করো, আমিও তোমার পাশে দাঁড়াবো। তুমি তো জার্মান জানো না আমি জানি, আমি ভাল সেল করতে পারবো।

ঠিক আছে সামার আসুক আমরা দু'জন মিলে ব্যবসা করবো।

ও হি হি করে হাসে, ওর এই এক দোষ আমি জার্মান বললে ও হেসে কুল পায় না।

আমি ওকে একটা লকেট গিফট করি, ওর নামের প্রথম অক্ষর।

ও খুব খুশি, সেটা তক্ষনি গলায় দেয়।

www.pathagar.com

আমি বলি মা দেখলে বকবে।

ও খুলে রেখে দেয়। পকেটে রাখার কষ্টে মুখ কালো করে।

আচ্ছা তোমার আঠার বছর হতে আর কত দিন বাকি?

হিঃ হিঃ হিঃ ..... আবার তার হাসি শুরু হয়।

আমার ব্যবসা চাঙে ওঠে। আমি সব বক্সে ভরে গাড়িতে উঠি।

ও উঠে আসে পাশে। তখন সবে দুপুর।

নোরা লাঞ্চ খাবে?

খাওয়াবে?

বাড়িতে গিয়ে বলবে না তো?

না।

মা দেরী হলে বকবে না?

না।

আমি রাইনের ধারে পার্ক করি। এখানেই সূর্যের কিছু আলো।

আমি ফোন করে পিজা চাই। ও সাথে আইসক্রিম দিতে বলে, হেগেনডাজ্।

ঐ বাড়িটা নাকি নেপলিয়নের?

তুমি চেন তাকে?

নেপলিয়নকে সবাই চেনে।

তুমি আর কাকে চেন?

নাম বলো দেখি চিনি কি না?

নোরা?

ফট করে উত্তর দিতে পারি না।

তার মানে চেন না।

তোমাকে চিনি।

কি চেন?

তুমি খুব সুন্দর।

সেটা তো দেখতেই পাচ্ছ।

আমি সত্যি বিপদে পড়ি, নোরা আমার কাছ থেকে কি আশা করছে আমি বুঝতে পারি না। হয়তো পুরোটাই হেঁয়ালি, তার খেয়াল। অকারণে গুরুত্ব দেয়ার কোন কারণ নেই। আমি মনে মনে ঘাবড়ে যাই। আমি কখনো ওর সাথে ডেট করার কথা চিন্তা করিনি। ওর মা হলেও না হয় কথা ছিল।

www.pathagar.com

মার্গারেট আমার বয়সীই হবে। দু'চার বছর বেশি হলেই বা কি। আমি কেন জানি প্রশ্নটা করি, তুমি মাকে এত ভয় পাও কেন?

এখন তাড়িয়ে দিলে আমি কোথায় যাব, আমার তো আঠারো হয়নি।

তাড়িয়ে দেবে কেন?

আমি গেলে তার কত লাভ জানো?

না।

আমি গেলে তার বয়ফ্রন্ড এসে উঠবে, আমার জন্য রোজ তার কোলে বসা মিস হচ্ছে।

আমি রাগ করবো না হাসবো ঠিক করতে পারি না। তবে হাসাই উচিত। হাসি।

মা তো তোমার কোলে বসবে না তুমি মজা পাচ্ছ কেন?

ওর মুড খারাপ, পাশে থাকলে ঝগড়া বাধাবে, তাই নেমে পড়ি।

বাইরে ওয়েদারের মুড আরো খারাপ, সে এখন হিমাঙ্কের কত নিচে সেই জানে ! রাইনের ওপারে এসে সেই বাড়িটায় উঠতেন দ্বিগবিজয়ী নেপলিয়ন। তার বান্ধবীটার নাম যেন কি? জেনিফার না যেন কি? যার সামনে বীরত্ব দেখাতে গিয়ে তিনি বিশাল এক যুদ্ধ বাধিয়ে বসেছিলেন।

গাড়ির ভেতর বসে থাকে নোরা। তাই থাকুক। কিন্তু রাইনের সেটা ভালো লাগে না। নোরার জন্য দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। এতবড় নদীর নিঃশ্বাসের ঠেলায় আমি দৌড়ে গাড়িতে উঠি, তবে নোরার ভয়ে পেছনে আশ্রয় নি।

হিঃ হিঃ হিঃ

একটু আগে মনে হয় কাঁদছিল এখন হাসছে। তবে আমি কাঁপি, ঠাণ্ডায় আমার সব জমে গেছে। এর নাম মাথার উপরে সূর্য ! শালা এখন চাঁদের চেয়েও খারাপ ! জ্যোৎস্নায় গা সেঁকা না গেলেও সুযোগ সুবিধা মেলা। জ্যোৎস্নায় শরীরে শরীর ঘসে গরম হওয়ার সুযোগ আছে কিন্তু এই রোদে সেটা নেই। সব ফকফকা, মানে লুকিয়ে লুকিয়ে কিছু করার জো নেই। যদি এই পাড়ে কাউকে জড়িয়ে ধরি রাইনের ঐ পাড় থেকে নির্ঘাত দেখা যাবে। নেপলিয়নের কামানের ভয় এখন না থাকলেও মার্গারেটর ভয় তো আছেই। নোরাকে জড়িয়ে ধরা দূরে থাক যদি তার এক হাতের মধ্যেও দেখে তাহলে পুলিশে খবর দেবে। ওর সাথে জ্যোৎস্নায় করি আর খাড়া দুপুরেই করি এখানে আইন কিন্তু মাইনরের ব্যাপারে সিরিয়াস, তাই কিশোরী সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, লোবানের মত দূর থেকে গন্ধ নেয়া ছাড়া উপায় নেই।

আমার কাঁপুনি দেখে নোরা কখন গরম বাড়িয়ে দিয়েছে তাই রক্ষে। তবে

www.pathagar.com

নোরা তার সুযোগ নেয়। সামনে ব্লোয়ার বলে সে যেন গরমে টিকতে পারছে না ভান করে। তারপর সিট টপকে পেছনে চলে আসে।

এখন যদি পিজা না এসে পুলিশ আসে তাহলে সর্বনাশ ! তখন আমি ওর মায়ের কেন দাদীর বয়ফ্রেন্ড বললেও আমার নিস্তার নেই।

আমি দরজা খোলার জন্য হাত বাড়ালেই ও হাত ধরে।

নোরা ভালো হচ্ছে না, আমি ধমকাই।

ও কেমন অদ্ভুত করে হাসে, এখন ওর মুখের জায়গায় মার্গারেটের মুখ, প্রাপ্ত বয়স্ক।

আমার আঠার হতে আর দু'বছর বাকি?

বাহ্ বাহ্ !

তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করবে?

বেশ বেশ !

ইশ্ লিবে ডিস.....

ভালো ভালো, বলা উচিত কিন্তু আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বের হয় না।

সে লকেটটা কোর্টের পকেট থেকে বের করে, পরিয়ে দাও।

সে নত হয়, অপেক্ষা করে, আমি ওকে এই সম্মানটুকু না দিয়ে পারি না। ও দুই সিটের মাঝখান দিয়ে গলে আয়না দেখে। তারপর ফিরে এসে হাসে কিন্তু এবার চোখ ব্যর্থ হয়।

ওর চোখ দু'টো ভিজে যায়।

www.pathagar.com

ঘুম ভেঙে গেল।

আমাকে কেউ ডাকছে, ঠিক ডাকে নি ভেজানো দরজায় কড়া নাড়ছে।

অপু...

কি যেন নাম ওর মনে করতে পারলাম না। ঘুম ভাঙলে মাথা ঠিক হতে কিছু সময় নেয়। আমি উঠে পড়ি। সে মনে হয় চলে গেছে। আমার ঘুম ভাঙেনি মনে করে অন্ধ মেয়েটি যদি একলাই রওনা দেয়। জুতো জোড়া পায়ে লাগিয়ে বাইরে আসি, ও দোর গোড়ায়।

অপু.....

চলো।

আমি ওর হাত ধরি। সে তার হাত ছাড়িয়ে উল্টো আমারটা ধরে।

তোমার কোট?

এই যা !

আমি গিয়ে কোট পরে আসি, চলো।

দাস্তানা পরো।

কোটের পকেট থেকে বের করে হাত গলাই।

বাইরে এখন কত জানো?

না।

মাইনাস কুড়ি।

ও জানলো কিভাবে, তাপমাত্রার যন্ত্রটা দেয়ালেই ঝুলছে কিন্তু ও তো চোখে দেখে না।

রেডিওতে শুনলাম।

আমি থমকাই, ও আমার চিন্তাটা ধরে ফেলেছে। নাকি কাকতালীয় !

www.pathagar.com

সকালে আরো একবার আমি কি ভাবছিলাম সেটা বলেছিল। অন্ধরা মনে হয় থট রিডিং-এর মাস্টার। ব্যপারটা আর যাই হোক কাকতালীয় না। কো-ইন্সিডেন্স দু'বার হয় না, একবার।

আমি নিচে নেমে আসি। সিঁড়িতে হাত ধরে না, দরজা পর্যন্ত একাই আসে। দরজা মেললে ও চাবি দিয়ে বাইরে দাঁড়ায়, আমি তালা মারি। চাবিটা কি করবো? পকেটে রাখবো না ফেরত দেব?

তোমার কাছে রেখে দাও।

আমি এবার আর অবাক হই না, এই মাত্র প্রমাণ দিল আমি যাই ভাবি সে বুঝতে পারে। আমার অস্বস্তি লাগে। ওকে নিয়ে ফালতু কোন চিন্তা মাথায় আনা যাবে না, আনলে মনের কথা জেনে যাবে। জানলে ঘেন্না করবে। ভাগ্যিস এখন শীত, মানে মেয়েটির সব কিছু ঢাকা। যদি সামারে দেখা হত তাহলে বিপদ ছিল। সামারে মেয়েদের মুখের দিকে কে তাকায়। যা সুন্দর ফিগার, মাশাল্লা !

বনের পথটা ধরে হাঁটছি। চারিদিকে সাদা শুধু আকাশটা কালো। সেখানে মোটা মোটা তারা জ্বলজ্বল করছে। আকাশে রাত তবে মাটিতে দিন। চারিদিকে তুষার বলে টিউব লাইটের মত ধবধব করছে।

চারিদিকে তুষার না?

হ্যাঁ।

খুব সুন্দর লাগছে?

হ্যাঁ।

ও আমার মন পড়তে পারছে জানি কিন্তু আমার চোখ দিয়ে কি দেখতেও পাচ্ছে?

পাবটা যেন কোন দিকে, রাস্তা ভুল হলো না তো?

আমাকে দাঁড়াতে দেখে সে বলে, পথ ঠিকই আছে ঐ খানে মোড় নিলে দেখতে পাবে।

আমি হেসে ফেলি।

হাসছো কেন?

এমনি।

চার আনা হাসি এখন ওর ঠোঁটে।

একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

করো?

তুমি কি একদম অন্ধ !

www.pathagar.com

মানে?

কিছু কিছু দেখ না একেবারেই দেখ না?

কিছুই দেখি না।

তাহলে কিভাবে বললে ঐ যে ওখানে মোড় ওখানে গেলে পাবটা দেখতে পাব।

এটা সময়ের হিসাব কষে বলতে পারি। অভ্যাসের হিসাবও বলতে পারো। একই পথ ধরে রোজ যাই-আসি তাই হিসাবটা সহজ।

মোড়ের হিসাবটা না হয় অভ্যাস কিন্তু ওখান থেকে পাব যে দেখা যায় সেটা?

বাবা ওখানে আসলেই বিয়ারের জন্য ঠোঁট চাটতো, পাবটা দেখা মাত্রই সে আর লোভ সামলাতে পারতো না। আমি তখন বলতাম পাব তাই না বাবা?

বাবা হাসতো।

আমি কথা বলি না, ওর সাথে চলি, ও আমার বাহু ধরে হাঁটে। আমি কুকুর হলে বেল্ট ধরে হাঁটতো। আমার ওকে ক্রমশই অদ্ভুত লাগে। মনে হয় এলিয়েন। মনে হয় মরীচিকা। শীতের দেশে ওটা আকাশে দেখা যায়, মরুভূমিতে দিনে। আমি একটু হলেও ফাঁপরে পড়ি। কারণ সে চোখে না দেখেও কি সব দেখে। বই পড়তে পারে না মন পড়তে পারে। কী অদ্ভুত ব্যাপার, অভূতপূর্বও !

পাব সাগরম। যতগুলো টেবিল তার চার গুণ মানুষ আর তার বহু গুণ বিয়ারের মগ। এদের মাতাল হতে হুইস্কি লাগে না বিয়ারই কাফি।

আমাদের দেখে একজন শীস দেয় আর একজন ডাকে, এ্যই নোরা.....

আমি চমকাই, নোরা কে !

আমি।

তোমার নাম....

নোরা !

কে যেন হাতুড়ি চালায়, পয়েন্ট ব্ল্যাংক। মাথা ঘুরে যায়... আমিও কিছু দেখি না.... কমপ্লিট ব্ল্যাক আউট হওয়ার আগে বসে পড়ি।

অপু.....

আমার কিছু হয়েছে এটা সে বুঝতে পারে, কি হয়েছে সেটা পারে না।

সে হাতড়ে আমাকে পায়। তারপর চেয়ার টেনে বসে।

ভাস পাসিয়ার্ট.... কি হয়েছে?

www.pathagar.com

গার নিকস্ট্..... কিছু না।

ফুলস্ ড্রু ডিশ উনভোল..... তুমি কি অসুস্থ বোধ করছো?

নাইন..... না।

ভিলস ড্রু বিয়ার ট্রিংকেন..... বিয়ার খাবে?

নাইন..... না।

কনিয়াগ..... কনিয়াক?

নাইন..... না।

জোল ইশ এছেন বেস্টেলেন ..... খাবারের অর্ডার দি?

ইশ ভিল নিক্সট এছেন..... আমি কিছু খাব না।

কেনস্ট্ ড্রু ইয়েমান্ড নামেন নোরা..... নোরা বলে কাউকে তুমি চেন?

আমি বুঝতে পারি ওকে ঘাটানো যাবে না, আমি তাড়াতাড়ি কনিয়াকের কথা বলি আর রাশান সালাদ। ও খুশি হয়ে অর্ডার দেয়। দ্বিতীয় বার নোরার প্রসঙ্গে আসে না। আমি নোরার ঠিকানা বের করে দেখি। ঠিকানার উপরে নোরাই লেখা আছে। নামটা কেন চোখে পড়েনি আশ্চর্য! কাগজটা ভাঁজ করার জন্য ফ্রাওলিন নোরা উল্টো দিকে চলে গেছে বলে খেয়াল করিনি। নামের চেয়েও আমার ঠিকানার দিকে মনোযোগ ছিল বেশি। নিজেকে বুঝ দেয়ার এর চেয়ে ভলো যুক্তি মাথায় আসে না। আমি বাড়াবাড়ি না করে তাই মেনে নি। বেশি বিচলিত হলে এই অন্ধ অন্তর্যামী নোরা বুঝে ফেলবে আমি কে। আমি ফেরারী এটা শান্তিদাই জানে না আর একে জানানোর তো প্রশ্নই ওঠে না !

ও নিজের জন্য আলু ভাজা আর মাছ চায় ! আমি সালাদ আর কসিয়াগ।

আমি মাছ খাব কি না ও মনে হয় একবার জিজ্ঞেস করে।

আমি মনে হয় উত্তর দি, না।

ও মনে হয় বলে আমি নিরামিষ ভোজী কি না?

আমি উত্তর দি, না।

ও জিজ্ঞেস করে, আমি গৌতম বুদ্ধের অনুসারী কি না?

আমি বলি, না।

ও জিজ্ঞেস করে আমার ধর্ম কি?

সুইস পুলিশ যাকে অমার্জনীয় অপরাধের জন্য খুঁজছে তার আবার ধর্ম কি!

আমি উত্তর দিতে পারি না।

www.pathagar.com

সে এবার রাইন ফলের কাছে যাবে।

নৌকা নিয়ে সোজা তার নিচে যাবে, এতদূর থেকে দেখতে তার ভালো লাগে না, আমার রাগ হয়। সে কেয়ার করে না। তারপর যাবে সেন্ট গ্যালানে। তুমি জানো কি ক্যানো সান্টিস কত উঁচুতে!

না।

ওটা এখানকার সবচেয়ে উঁচু পাহাড়। তার মাথায় ওঠার জন্য কেবল কার আছে।

মনে মনে যাও।

তার মানে কি?

আমি যাব না।

ও রেগে যায়। কোর্টের হাতা গুটায়। আমি চড় খাওয়ার জন্য রেডি হই। সে আমার গালে হাত না দিয়ে মালে দেয়, টেবিলে সাজানো অলংকারগুলো পথে ফেলে দেয়। তারপর মনে হয় আমাকে ফেলবে। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে ঢালে। অলংকারগুলো উদ্ধার হলেও আমাকে বাঁচানো যাবে না। আমার পেছনে যে খাদ সেটা যে কত গভীর আল্লাহই জানে !

আমি মনে মনে কান ধরি জীবনে আর ওর স্কুলের পথে পসরা সাজিয়ে দাঁড়াবো না। অন্য কোন শহরে চলে যাব, জুরিখে কিংবা আরও দূরে। জেনেভায় যাওয়াই ভালো। ওখানে নাকি ইংরেজিও চলে। আর এখানে এরা নামে সুইস কিন্তু কামে পুরোদস্তর জার্মান।

ও কিছু দূরে গিয়ে ফুটপাতে বসে থাকে। দ হয়ে বসে হাঁটুতে মুখ গুঁজে কাঁদে।

এ মেয়েটি যে কেন এমন করে আমার মাথায় আসে না। ও কি কালো আর সাদার তফাত বোঝে না! যা না বাবা বাড়ি যা, ক্ষেতে গিয়ে একটু

www.pathagar.com

নিড়ানি দে। বুঝলাম তোদের কোন অভাব নেই। তোদের সরকার তোদের বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ায়, তোদের পুলিশ কুকুরের গু পরিষ্কার করে, পথে পড়ে থাকা মাতাল ঘরে দিয়ে আসে, বুড়ো বুড়ি ঘরে মরে পড়ে থাকলে দরজা ভেঙ্গে সৎকারের ব্যবস্থা করে, আরও কত কি ! খোদা এমন একটা দেশে জন্ম না দিয়ে ঐ দেশে কেন দিল ! এ যেন সরকার না শ্বশুর, পুলিশ না দুলাভাই, আমলা না শালা– জনগণ কান ধরলেও তারা মাইন্ড করে না। এখানে প্রজাই রাজা, বাকি সবাই প্রজাদের সেবার জন্য।

আমি দোকান বাক্সে তুলে মার্কেটের বেজমেন্টে রেখে আসি। কিন্তু নোরা যেখানে বসে ছিল, সেখানে নেই। লাফ দিল না তো !

ফুটপাথের পাশে রেলিং, তারপর খাদ।

আমার খুব ভয় করে।

আমি কি মার্গারেটকে ফোন করবো না পুলিশকে বলবো?

আমি টুপি খুলে চুল ছিঁড়ি, কান দিয়ে ধোঁয়া বের হয় !

তুমি কি মনে করেছ আমি লাফ দিয়েছি?

ঠাস করে তার দিকে ফিরি, সে আমার পিছনে। ওকে দেখে কি যে ভালো লাগে !

আমাকে সেই পাহাড়ে না নিয়ে গেলে আমি লাফ দেব।

আমি যত দূর জানি সেখানে একদিনে গিয়ে ফিরে আসা যায় না।

রাতটা থাকবো।

তাহলে দুই বছর অপেক্ষা করতে হবে।

না।

আচ্ছা রাইন ফলে চলো আমি নিজে নৌকা নিয়ে ঠিক ওর নিচে যাব।

না আমি সান্টিস যাবো।

নোরা প্লিজ....

নোরা লাফ দেয় না তবে হাঁটা দেয়।

আমি গাড়িতে উঠে ওকে অনুসরণ করি। ও মনে হয় বাস ধরবে। ওর গ্রামটা এখান থেকে ছয় মাইল মানে দশ কিলো। তবে ও হাঁটতেই থাকে। আমি পাশে গিয়ে থামি, ও তাকায় না। আমি বিশ গজ সামনে গিয়ে গাড়ি রেখে নামি।

প্লিজ চলো !

ও উত্তর দেয় না।

আমি ওর হাত ধরি। ও ছাড়িয়ে নেয়। তারপর বলে, আমি সেই পাহাড়ে আমার মায়ের বয় ফ্রেন্ডের সাথে যাব.....

www.pathagar.com

গেলে কি, সে তো তোমার বাবাই হয়।

সে অদ্ভুত ভাবে হাসে। যার মানে আমি ধরতে পারি না। তারপর কোট খুলে গাড়ির পেছনে রেখে সামনে বসে। ও রাগে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল। এবার তাকায়, আমি উঠে রওনা দি। চিন্তা করি মায়ের বয় ফ্রেন্ডকে সে পছন্দ করে, না করে না? কেমন যেন খটকা লাগে।

আজকে আমি মদ খাবো, খাওয়াবে?

না।

আমার কোনটা হ্যাঁ?

ঐ তো নৌকা করে রাইন ফলে যাব।

আর?

ক্ষেতে গিয়ে দেখবো আর একটা বড় কুমড়া পাওয়া যায় কি না।

আর?

কাঠবিড়ালী তার বাসায় কয়টা সুপারি লুকালো।

আর?

আমরা কুকুর আর স্লেজ ভাড়া করে এনে বরফের উপর ছুটবো।

আর?

সেই লাল কুমড়ার নাড়িভুঁড়ি বের করে তুমি আর আমি মিলে ল্যাম্পের শেড বানাবো।

আর?

আগুনের জন্য কাঠ চেলা করবো।

ও রাগে চোখ বন্ধ করে। নাক ফুলিয়ে গরম বাতাস বের করে। ঠোঁট কামড়ায়। আমি ভয়ে কোন কথা বলি না। মনে মনে আল্লা আল্লা করি। মাবুদ কোন রকমে বাড়ি পৌঁছে দে, আমি জিনিসটাকে খালাস করি!

মনে মনে ঠিক করি ওর মায়ের সাথে এই নিয়ে কথা বলবো। তাকে কি বলা যায় চিন্তা করে কুল পাই না। যদি বলি সে আমার সাথে পাহাড়ে গিয়ে একরাত থাকতে চায়। সে কথাটাকে যেভাবেই নিক আমাকে সে আর বাড়িতে রাখবে না। তখন এই ভাড়ায় আমি কোথায় ঘর পাবো !

তাড়ালে তাড়াবে কিন্তু নোরার পাগলামির বিহিত দরকার। পরে কিছু ঘটলে। আমি অন্তত বিবেকের কাছে পরিষ্কার।

সে একবার চোখ খোলে, আবার বন্ধ করে আমার কাঁধে মাথা রাখে। ভালই তো লাগে। তাহলে থাক মায়ের কাছে নালিশ দিয়ে লাভ নেই। এইটুকু প্রশ্রয় আমি ওকে দেব, তবে এর বেশি না।

www.pathagar.com

বাড়ির সামনে গাড়ি থামালে ও ঠাস করে গালে সেটা দিয়ে দৌড় দেয়। আমি হতভম্ব। আমি আরও কিছুক্ষণ বসে থাকি। তারপর নামি। ওর পায়ের ছাপগুলোতে তুষার জমতে শুরু করেছে। আর কিছুক্ষণ পর কোন ছাপাই থাকবে না। তবে আমার ভেতরে জ্বলে।

আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাব ঠিক করি। সিদ্ধান্তটা নেয়ার পরে হালকা লাগে। আমি নিশ্চিন্তে প্রবেশ করি। এখানে দরজায় কেউ তালা দেয় না। মানে কারো বাসায় কেউ ঢোকে না। মানে চুরি হওয়ার কোন ভয় নেই।

আমি কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠি। যতই পা টিপে টিপে উঠি মচ মচ শব্দ করে। আমার উপস্থিতি মার্গারেটকে জানাতে চাই না। নোরার পেছন পেছন ঢুকতে দেখলে কিছু মনে করবে।

ঘরে ঢুকে দরজা দি। সিন্দুকে কাঠ ভরে সকালের আগুনটা উস্কে দি। কোট খুলে শুকোতে দি, সুয়েটার, জামা, প্যান্ট সব প্রায় ভেজা। সেগুলো নেড়ে দি। দুপুরে খাওয়া হয় নি, এক ফাঁকে গিয়ে দুটো আলু সেদ্ধ করে কাজ সারবো। এখনি গিয়ে নোরার সামনে পড়তে চাই না।

বিছানায় উঠে আসি। চৌকিটা অনেক বড়। তার এক সিকি জায়গাও আমার লাগে না। আমি কম্বলের নিচে ঢুকি। তারপর চমকে উঠি ওকে দেখে। সে-ও আমার মত বিবস্ত্র।

মার্গারেট....., আমি চিৎকার করে ডাকি।

ওর মাকে ডাকা উচিৎ হয় নি, এর মূল্য আমাকে দিতে হয়েছিল।

www.pathagar.com

শান্তিদা ফোন করে।

অন্ধ নোরা এসে ডাকে। আমি তার বাবার ঘর ছেড়ে তার ঘরে যাই। কথা বলি। আমি যে কুকুরের চাকরিটা পেয়েছি তাকে বলি। সে খুশি হয় । ফোন রাখি।

তুমি যে ভাষাটা বললে সেটা কি হিন্দী?

বাংলা।

শুনতে ভালো লাগলো।

আচ্ছা তুমি এত কিছু জানলে কিভাবে?

যেমন?

তুমি বুদ্ধকে চেন, হিন্দী বলে ভাষা আছে জানো, আমি অন্যগুলো এখন ঠিক বলতে পারবো না কিন্তু আমার মনে হয়েছে তুমি যথেষ্ট এডুকেটেড।

তুমি আমাকে সরাসরি প্রশ্নটা করতে পার।

তুমি তো বইপড় না, টিভি দেখ না, এত কথা জানলে কিভাবে? অলটারনেটিভ এডুকেশন মানে তোমাদের জন্য যে লেখাপড়া সেখানে কি সবকিছু পড়ানো হয়?

আমি রেডিও শুনি, খুব মন দিয়ে শুনি, রেডিও বার্লিন।

তুমি এত কিছু রেডিও থেকে শিখেছ !

হ্যাঁ।

হি : হিঃ হিঃ...

সে কেন জানি হাসে।

বোকার মত প্রশ্ন শুনে কি হাসে? হাসুক। আবার জিজ্ঞেস করি,

তুমি কখন রেডিও শোন?

www.pathagar.com

যতক্ষণ জেগে থাকি।

এখনো কি শুনছিলে?

হ্যাঁ।

তুমি তাহলে শোন আমি যাই।

এখন গান হচ্ছে, আমি শুনবো রাত বারোটা থেকে। তুমি মিশেলের অনুষ্ঠান কখনো শোনোনি?

না।

অনুষ্ঠানটা বারো বছর একটানা চলছে।

কিসের অনুষ্ঠান?

ও আসলে শ্রোতাদের সাথে গল্প করে, কারো কোন সমস্যা হলে ওকে ফোন করে, লিখে জানায়। সে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করে, সেই সমস্যাটাকে উপস্থাপন করে, কেউ যদি পরামর্শ দিতে চায় দিতে পারে। মানে শ্রোতারাও এ্যাংকর।

জানো কত জনের ঘর ভাঙতে ভাঙতে ভাঙেনি ! ধরো স্বামী ডিভোর্স দিতে চায় কিন্তু স্ত্রী চায় না। স্ত্রী সেটা ফোন করে মিশেলকে জানালো, মিশেল সেই মেয়েটির আবেদনটা এমনভাবে তুলে ধরলো যে তার স্বামী আর ডিভোর্স করলো না। মিশেলের মাধ্যমে যে যা চায় সে কিছু না কিছু পায়।

বাবা যখন মরে গেল তখন আমি খুব ভেঙে পড়েছিলাম, তুমি তো দেখতেই পাচ্ছ সাহায্য ছাড়া আমি চলা ফেরা করতে পারি না। রাত দিন আমার কাছে সমান। বাবা যখন গেল আমার তখন সব শেষ। একবার ভাবি মাইনে গিয়ে ডুবে মরবো, একবার ভাবি হাতে কেটে আত্মহত্যা করবো, তখন হঠাৎ আমার মিশেলের কথা মনে হয়। ওকে ফোন করি। সে আমার কথা শ্রোতাদের সাথে আলোচনা করে। তারা সবাই মিলে আমাকে পথ খুঁজে দেয়, আমি যেন বেঁচে থাকার নতুন মানে খুঁজে পাই, নতুন জীবন.....

জীবনের অর্থ কি?

ঠাট্টা করছো?

না সত্যি আমি জানি না।

জীবনের অর্থ হলো জীবনের গভীরতা। তোমার অর্থ থাকলে ভোগ করতে পারবে, শক্তি থাকলে জোর খাটাতে পারবে, ক্ষমতা থাকলে অধিকার করতে পারবে কিন্তু বিদ্যা থাকলে ভাগ করতে পারবে। সেই ভাগ করার অর্থই আনন্দ, জীবনের আনন্দ.....

আমি আর কিছু শুনতে পাই না ওকে দেখি। এক অনির্বচনীয় আলোর

www.pathagar.com

বলয় তাকে ঘিরে। এটাকে কি বলে আমি জানি না। প্রভা? তবে ওকে আমার জ্যোর্তিময় মনে হয়। ভগবান বুদ্ধের মাথার পেছন যে গোল চাঁদটা থাকে ওর শরীর ঘিরে যেন তার জ্যোৎস্না।

আমি এখন রেডিও শুনবো, তুমি চাইলে থাকতে পারো।

আমি একটু থাকি? সে অন করে।

রেডিও বার্লিন থেকে মিশেল বলছি কেমন আছেন সবাই?

ভালো, উত্তর দেয় নোরা।

আমি শুনতে পেয়েছি। তবে কথাটা বারবার শুনতে ইচ্ছে করে, আর একবার বলবেন কি কেমন আছেন?

ভাল আছি, নোরা হাসতে হাসতে আবার বলে। এই অপু তুমি কিছু বলছো না কেন?

আমি ভাল আছি।

এমন করে বললে !

কিভাবে বলবো?

আমার মতো করে বলো.... আমি ভাল আছি।

আমি বলতে গিয়ে হেসে ফেলি।

তোমাকে শুনতে হবে না যাও।

আমি তবু বসে থাকি। মিশেল তার অনুষ্ঠান নিয়ে এগোয়।

আজকের অনুষ্ঠান ফ্রাওয়েন বেবেগুন মানে ওমেন মুভমেন্ট নিয়ে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে স্বামীরা হয় মারা গেল না হয় বন্দী হলো মেয়েরা তখন কি করল ঘরে বসে রইল না, কোমরে রশি বেঁধে নেমে পড়ল যুদ্ধ বিধ্বস্ত জার্মানি পুর্নগঠনে। আজকের এই নয়া জার্মানি তো সেই সব মহিয়সী জার্মান নারীদের গড়া তাই মেয়েদের ভূমিকা নিয়ে কি আর কোন কথা বলার প্রয়োজন আছে?

নাই, নোরা যেন মিশেলর পাশে বসে উত্তর দেয়। শুনতে শুনতে গম্ভীর হয়। তারপর হিঃ হিঃ হিঃ করে হাসে। মিশেল কি জানে তার এই অন্ধ ভক্তের কথা? লোকটাকে কেন জানি আমার হিংসা হয়।

আমি উঠে চলে আসি।

ও খেয়াল করে না।

www.pathagar.com

হাসপাতালের বিছানায় নোরা, সে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে।

দেয়ালের চেয়েও তার মুখ সাদা। তাকিয়ে আছে তো আছেই। তার চোখে ভাষা পড়া যাচ্ছে না। সে দেয়াল দেখছে না কি দেখছে জানার উপায় নেই। সে কথাও বলছে না।

তাকে রক্ত দেয়া হচ্ছে। অক্সিজেন তার মাথার কাছে তৈরি আছে। তার আবার বিকার উঠলে সাথে সাথে দেয়া হবে।

আমি লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে দেখতে এসেছি। পুলিশ হন্যে হয়ে আমাকে খুঁজছে। এখন শুধু নোরাই আমাকে বাঁচাতে পারে।

আমি ঘটনার দিন জুরিখে ছিলাম। বেণকেন ছেড়ে জুরিখে যাওয়ার ব্যাপারটা চূড়ান্ত করতে গেছিলাম। যার ঘর ভাড়া নেব সে বাঙ্গালী। সে আর আমি বসে চা খাচ্ছি হঠাৎ তার স্ত্রী এসে স্বামীকে টানতে টানতে নিয়ে যায়।

হঠাৎ কি হলো আমি বুঝতে পারি না !

তিনি যখন ফিরে আসেন তখন তার অন্য চেহারা। তিনি এখন বাঘের মত আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। স্ত্রী এসে যোগ দেন একটু পরে। আমার দিকে তাকিয়ে সে দাঁত কিড়মিড় করে। আমি জিজ্ঞেস করি, কি হয়েছে?

মহিলা আমার মুখে থুথু দেয়।

আপনারা এসব কি করছেন !

এই হারামজাদা তুই বাইর হ, আমার বাড়ি থেকে দূর হ !

আহ্ বলবেন তো আমি কি করেছি?

তুই কারে কি করছস জানস না?

বিশ্বাস করেন ভাই !

তুই যেই বাড়িতে ছিলি সেই বাড়ির মাইয়াটার কি জানি নাম?

www.pathagar.com

নোরা, স্ত্রী মনে করিয়ে দেয়।

তার কি হইছে? আমি লোকটার হাত ধরি। সে আমার বুকের জামা ধরে।

তুই তারে বলতকার করস নাই?

কি!

সে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। টেবিলের কোনায় লেগে কপাল কাটে। আমি চলে আসি।

সে আর তার স্ত্রী টেলিভিশনে কি দেখেছে, নোরার ইন্টারভিউ? পুলিশের কাছে নোরার বয়ান? নোরা কি বলেছে আমি রেপ করেছি?

অসম্ভব !

আমি দ্রুত গাড়ি চালাই, স্পিড লিমিট একশো অতিক্রম করায় ফ্ল্যাশ জ্বলে আমার ছবি ওঠে। ফ্ল্যাশের আলোয় কানা হয়ে যাই। তবু গতি কমাই না। আবার ফ্ল্যাশ জ্বলে, আবার... মানে আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সের সব পয়েন্ট কাটা। এখন পুলিশ মাতাল সন্দেহ করে পিছু নিলেই আমার নির্ঘাত হাজত বাস। পুলিশের সামনে বেলুন ফুলিয়ে দেখাতে পারলেও আমার রক্ষা নেই।

আমার তখন ভয় করে স্পিড কমিয়ে ষাটে নিয়ে আসি। কপাল কেটে যেখান দিয়ে রক্ত ঝরছে সেখানে টিশু চেপে ধরি। বাম চোখটা খোলা যাচ্ছে না, রক্ত জমে বন্ধ হয়ে আছে।

গাড়ির গতি কমালেও মনের ঝড় কমে না। তার গতি হাজার মাইল ছাড়িয়ে যায়। নোরাই আমাকে সিডিউস করতে চেয়েছিল। আমি করিনি।

ও আমার কম্বলের ভেতরে জানতাম না।

আর উদোম.....

তার যে কী রূপ.....

আগুনের চেয়েও ভয়ংকর...

আমি সহ্য করতে পারিনি.... আমি ওর মায়ের নাম ধরে চিৎকার করেছি...

মা..র্গা..রে..ট.....

তারপর? আমি আমাকে প্রশ্ন করি।

আমি ছিটকে বের হয়ে আসি, আমি উত্তর দি।

না তুমি বের হওনি, তোমার হাত ধরে.....

আমি জানি না আমি কি করেছি–

www.pathagar.com

অপু মনে করো, তাড়াতাড়ি মনে করো, তোমার সামনে বিপদ–

ও মনে পড়েছে আমি ইনার ছাড়াই প্যান্ট পড়েছি, খালি গায়ে সুয়েটার, এই যে দেখ মোজাও পরিনি।

তারপর?

আমি গাড়ি টান দিয়ে সোজা জুরিখে চলে আসি।

তুমি বের হওয়ার সময় বাসায় কাউকে দেখছ?

না।

তোমার গাড়ির পাশে আর কোন গাড়ি?

খেয়াল করি নি।

যখন তুমি আর নোরা বাসায় ফিরলে তখন কি কোন গাড়ি ছিল?

না।

তুমি রেপ করোনি তুমি কি শিওর?

হ্যাঁ।

তাহলে কে করল?

আমি জানি না।

তোমার কাউকে সন্দেহ হয়?

না।

নোরা তোমাকে কখনো কারো কথা বলেছে।

না।

ওর কোন বয়ফ্রেন্ড নেই।

কেউ ওকে বিরক্ত করতো?

না।

সে তোমাকে সব কথা বলতো?

হ্যাঁ।

তার মায়ের সর্ম্পকে কি বলতো?

বেশি কিছু বলতো না।

তার মানে কি?

সে তার মায়ের বয়ফ্রেন্ডকে মনে হয় পছন্দ করতো না।

কেন?

আমি বলতে পারবো না।

সেই লোকটিকে তুমি দেখেছ?

মার্গারেটের বয়ফ্রেন্ড?

www.pathagar.com

হ্যাঁ।

না দেখিনি।

নোরা তাকে দেখেছে?

হ্যাঁ।

নোরাকে সে কি চোখে দেখত?

আমি সাথে সাথে উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকি।

কি যেন মনে পড়তে পড়তে পড়ছে না। তারপর পড়ে...

শোন নোরা আমার সাথে সেন্ট গ্যালানে যেতে চেয়েছিল সান্টিস পাহাড় আছে না তার চূড়ায়। তবে আমি রাজি হইনি কারণ দিনে গিয়ে দিনে ফিরে আসা যাবে না, মানে রাতে সেখানে থাকতে হবে। মানে ওর মা রাজি হবে না। ও বলল সে চুপ করে যাবে। আমি তাতেও যখন না বলি তখন বলে সে ওর মায়ের বয় ফ্রেন্ডকে নিয়ে যাবে। আমি বলি ভালই তো বাবার সাথেই তো যাবে....

ও কোন উত্তর না দিয়ে অদ্ভুতভাবে হাসে। সেই হাসির অর্থ কি আমি জানি না।

তাহলে একজন সাসপেক্ট অন্তত পাওয়া গেল।

অসম্ভব, সে তার মায়ের বয়ফ্রেন্ড মানে বাবা !

হা: হা: হা:

আমি আমার সাথে কথা বন্ধ করি।

আমি বেনকেনের লাইট দেখতে পাই। বাঁক নিলেই গির্জার চূড়োটা পরিষ্কার হয়, আমি গাড়ি থামাই।

আমি কোথায় যাব হাসপাতালে না বাসায়?

নোরা কোথায় আমি জানি না।

www.pathagar.com

অন্ধের কি শখ আল্লাদ নেই? তবে মনে হয় একটু বেশি আছে!

তার আজ শখ হলো নৌকায় চড়বে। এই ঠাণ্ডায় পানি জিনিসটা যেখানে আপদ সেখানে নদী শুধু বিপদ না মহা বিপদ। যদি পা পিছলে কেউ জলে পড়ে তাহলে নির্ঘাত নিমুনিয়া। তাই জলে পড়লে তাকে না তুলে বরং মরতে দেয়াই উত্তম। কারণ সে বেঁচে থাকলে সারা জীবন জখম ফুসফুস নিয়ে কষ্ট পাবে। আর ফ্রস্টবাইট হলে তো কথাই নেই। যে অঙ্গে হবে সেগুলো কেটে বাদ দিতে হবে। এখন আমি যদি ওকে সামলাতে না পারি আর সে যদি জলে পড়ে যায় তাহলে চোখ দু'টো তো আগেই গেছে, এবার হাত পা যাবে। হেলেন কিলার বোবা ছিল কালা ছিল কিন্তু হাত পা ঠিক ছিল, না ছিল না জানি না। কিন্তু নোরা কিলারের মনে হয় হাত পা গেল।

আমি আর কি করবো, কুকুর যেমন তার প্রভু কে অনুসরণ করে আমি ঠিক সেই ভাবে ওকে অনুসরণ করি। কুকুর যেমন লেজ নাড়তে নাড়তে যায়, আমিও পেছনে কোট দোলাতে দোলাতে বনের পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে বোট হাউজে আসি। চাকরিটাতো কুকুরের সেটা মনে করেই সঙ্গে আসা। কুকুর মানুষ হতে না পারলেও মানুষ পারে। মানুষের কুকর হওয়া সোজা। আমিও হলাম।

বোট হাউজটা সুন্দর আরও সুন্দর পুলটা। সাকোঁর মতো তবে অতো উঁচু না, নিচু হয়ে জল ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথায় নৌকা বাঁধা। যাত্রার জন্য আগে থেকেই সে তৈরী। গরমের সময় এই রেস্ট হাউজে কাপড় বদলায়, ঐ পুলে দাঁড়িয়ে রোদ মাখে, তারপর জলে নামে।

আমি আগে উঠি তারপর ওকে ধরে উঠাই। সে জানে কি করে চড়তে হয়। আমি ওকে মাঝখানে বসাতে চাই, কিন্তু ও গলুই- এ বসে।

দাঁড় টানবে কে, তুমি?

www.pathagar.com

হ্যাঁ।

আমি পাটাতনে গুঁজে রাখা দাঁড় বের করে দু'পাশে জুড়ে দি।

ও দু'হাতে ধরে। আমি পুল ধরে ধরে নৌকা ঘুরাই, তারপর ঠেলে দূরে নিয়ে যাই ও দাঁড় মারে। ছপাত... ছপাত... একবারও ভুল হয় না।

ফ্রাঙ্কফুর্টে যাবে?

এই নদী দিয়ে যাওয়া যায়?

হ্যাঁ।

অনেক দূর, না?

যাবে কিনা তাই বলো?

তোমার ঠাণ্ডা লাগবে না!

সে রাগে একবার দাঁড় ফেলার তাল মিস করে।

আচ্ছা চলো।

ও হেসে অবিরাম দাঁড় মেরে যায়, আমি অবাক হয়ে দেখি। ওর ঘাম দেখে আমার ঠাণ্ডা ছুটে যায়।

বাবার সাথে একবারই সেখানে গিয়েছিলাম–

কোথায়?

গোয়েথে হাউজে।

সেখানে কি?

গোয়েথের নাম শুনোনি, মহাকবি?

ও।

তার মানে কি চেন না চেন না?

ঐ যে ফাউস্ট না কি যেন লিখেছে?

হ্যাঁ।

গোথে বললে চিনতাম তোমরা তাকে গোয়েথে বলো?

হ্যাঁ।

তার কি কি বই পড়েছ?

আল্লারে কি মন্ত্রণা যে পড়লাম, শালী পড়ালেখাই যদি করবো তাহলে তোর দেশে এসে ফুটপাতে ফেরি করি ! উত্তর দি না।

তার মানে কোন বই- ই পড়োনি?

হ্যাঁ।

আমার চোখ থাকলে আমি তাঁর সব বই পড়তাম, ঐ যে মিশেল মানে কাল যার কণ্ঠ রেডিওতে শুনলে সে যখন তাঁর কবিতা পড়ে শোনায় আমার খুব ভালো লাগে।

www.pathagar.com

ও।

অপু তোমাদের কোন কবি নেই, মহাকবি?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শুনিনি।

ইংরেজরা টেগর বলে।

না শুনিনি।

সে নোবেলও পেয়েছিল।

তাঁর একটা কবিতা শোনাও তো...

আরে মন্ত্রণা, তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে সব গাছ ছাড়িয়ে...., এটা আমি ওকে কি ভাবে বলবো। তাল গাছের জার্মান তো জানি না, উঁকি মারাও না।

আমি বললে তুমি বুঝবে না আর তাঁর কবিতা অনুবাদ করার সাধ্য আমার নেই।

তোমার ভাষাতেই বলো না দেখি শুনতে কেমন লাগে।

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোটো সে তরী

আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি.... কিছু বুঝলা?

বলে যাও, ও ধমক দেয়।

শ্রাবণগগন ঘিরে ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,

শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি–

যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী–

শেষ?

হ্যাঁ।

আমি মিশেলকে এই কবির কথা লিখে পাঠাবো, তুমি চিঠিটা লিখে দিও।

ঠিক আছে।

চলো তুমি আর আমি বার্লিনে যাই।

কবে?

আমি তো এক্ষুনি যেতে চাই।

মিশেল কে দেখতে যাবে?

হ্যাঁ।

ওর পরিবর্তনটা এখন পরিষ্কার, গাল দু'টো টকটক করছে।

মিশেল ওর স্বপ্নের পুরুষ। কিন্তু বার্লিনে গেলে মিশেল যদি পাত্তা না দেয়। তার তো এমন অসংখ্য ভক্ত আছে। ভিডিওতে দেখি না মাইকেল

www.pathagar.com

জ্যাকসনের গান শুনতে এসে ভক্তরা কি করে ! জ্যাকসনকে কেউ ছোঁয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ চ্যাঙদোলা করে নিয়ে যায়।

আমার ভাবনা এখন অন্ধ এই মেয়েটিকে নিয়ে। সে গিয়ে যদি মিশেলের ধারে কাছেও ঘেঁষতে না পারে। লোকটা যদি আমলই না দেয়। ব্যাপারটা খুব কষ্টের হবে। বাবার মৃত্যুটা সে মিশেলের বোলচালেই মেনে নিয়েছিল, একমাত্র সঙ্গীর বিচ্ছেদে মুষড়ে পড়া এই মেয়েটি সেদিন যার কথার যাদুতে আত্মহত্যার চিন্তা বাদ দিয়ে জীবনে ফিরে এসেছিল সে কি অবহেলা সইতে পারবে?

তারপর কতক্ষণ যে গেল আমরা কেউ কথা বলি না। ওকে জোর করে তুলে আমি দাঁড় টানি। আমরা এখন বড় একটা শহরের পাঁজরে। এটাই মনে হয় ফ্রাঙ্কফুর্ট। নদী পথে ওফেনবাখ থেকে মাইল দশেক তো হবেই। তবে এখানে কিন্তু অত ঠান্ডা না যতটা ওফেনবাখে।

একজন মাছ ধরছিল ডিঙ্গিতে তাকে জিজ্ঞেস করি গোয়েথের বাড়ি কোন ঘাটে। সে দেখিয়ে দেয়।

আমি আগে ওকে ধরি নামাই, তারপর নাও বেঁধে উঠে আসি রাস্তায়। ভিলি ব্রান্ড প্লাটজ্ হয়ে তাঁর বাড়ির পৌঁছাতে আর দু'জনের সাহায্য লাগে। তবে এখানকার সবাই মনে হয় মহাকবির বাড়ি চেনে। তাঁর বাড়ি গ্রোসে হিরশগ্রাবেন রাস্তায়।

আমরা টিকেট কেটে ঢুকে পড়ি। প্রথম মিউজিয়াম যেখানে গোয়েথের সময়কার বিখ্যাতদের ছবি। ও অন্ধ বলে দেখতে পায় না আর আমি মূর্খ বলে ছবির কদর বুঝি না। তবে এই ঘর সেই ঘর শেষ করে যখন মূল বাসায় ঢুকি তখন বুঝি তিনি শুধু মহাকবি ছিলেন না মহাধনীও ছিলেন। ১৭৪৯ সালে ঢাকায় আদৌ কোন বিল্ডিং ছিল কিনা আমি জানি না তবে আমি যখন দেশ ত্যাগ করি তখন কচুক্ষেতে শিয়াল ডাকতো আর উত্তরার জঙ্গলে ঘুষখোর আমলারা নামে বেনামে প্লট রাখছে।

এই আলিশান বাড়িটিতে কবি কোন ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন, কোন ঘরে তার শৈশব, কোন ঘরে তাঁর নাট্যকলার হাতে খড়ি ঘুরে ঘুরে দেখি। আমি দেয়ালে যার ছবি দেখেই জিজ্ঞেস করি এটা কি তার বউ? গাইড উত্তর দেয় বান্ধবী। সতের আঠারটা ছবির ব্যাপারে একই উত্তর পাওয়ার পর আমি আর জিজ্ঞেস করতে সাহস পাই না। আমাকে খুব হতাশ দেখে একজন বললো, ঐ ঘরে যাও ফ্রাও রাট-এর ছবি দেখতে পাবে।

রাট কি তার বউ?

www.pathagar.com

গাধা, নোরা ধমকায়।

কে?

মা।

ও।

যাও দেখে এসো।

মাকে দেখে কি করবো, বান্ধবীদেরই দেখি।

দ্যাখো, তার কণ্ঠে উষ্মা।

আচ্ছা তোমাদের এই কবির বান্ধবী ছিল কয়টা?

ও রাগতে গিয়েও হেসে ফেলে।

আমি ওর হাত ধরে কবি যেখানে বসে লিখতেন সেখানে আসি। সেই কলম সেই দোয়াতদানী ঐ ভাবেই পড়ে আছে, মনে হয় কবি যেন একটু পরেই ফিরে এসে লিখতে বসবেন। আমি এদিক ওদিক তাকিয়ে কলমটা ছুঁয়ে দেখি। সেটা পাথরের। কবিও পাথরের হলে আরও চারশো বছর টিকে থাকতেন। দেয়ালে তাঁর বন্ধুর আঁকা একটা ছবি। বন্ধুর নাম ক্যাসপার ডেভিড ফ্রেইডরিচ।

ছবির নাম ড্যার আবেনড্ স্টার্ন..... দি ইভিনিং স্টার।

অপু কি দ্যাখো?

একটা অসাধারণ ছবি।

সন্ধ্যাতারা?

তুমি কি দেখতে পাচ্ছ?

না।

তাহলে বললে কি ভাবে !

আমি মিশেলের কাছে শুনেছি।

আমার তখন ওকে চড় মারতে ইচ্ছে করে। আমি ওকে রেখে বারান্দায় আসি।

ও কাঠের উপর পায়ের শব্দ শুনে আমার দিক নির্ণয় করে, তারপর কাছে এসে হাত বাড়ায়, আমি ধরি না।

ঠিক আছে আমি আর মিশেলের নাম তোমার সামনে বলবো না।

আমি তখন ধরি।

www.pathagar.com

হাসপাতালের রিসেপশনে গিয়ে খোঁজ নিতে সাহস পাই না।

যদি পরিচিত কাউকে পাই তাকে অনুসরণ করবো। গাড়িতে বসে অপেক্ষা করি। কিছুতেই সময় যায় না। আমি আমাকে বুঝাই ধৈর্য্য হারালে চলবে না।

ঐটা ডোরা না, নোরার বড় বোন?

হ্যাঁ।

ডোরা ঠিক আমার কাছেই পার্ক করে। আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করি। কারণ অন্ধকারে আমাকে দেখতে না পেলেও গাড়িটা দেখলেই চিনবে। কিন্ত ভাগ্য ভালো সে কোন দিকে তাকায় না, গাড়ি থেকে নেমেই ছোটে।

আমি অনুসরণ করি। ও লিফট নেয় আমি সিঁড়ি। লিফটের সাথে পাল্লা দিয়ে দৌড়াই। ফিফথ্ ফ্লোরে থামে। আমি লুকাই। সে করিডোরে শেষ মাথায় গিয়ে ডানে ঢুকে পড়ে। আমি অপেক্ষা করি। একটু পরেই মার্গারেট আর ডোরা কথা বলতে বলতে বের হয়ে আসে। দু'জনেই উত্তেজিত। তার মানে কি নোরার অবস্থা খারাপ !

আমি কান পেতেও ওদের হিলের শব্দ ছাড়া কিছু শুনতে পাই না।

ওরা লিফট ধরলে দাঁড়াই, লিফটের দরজা বন্ধ হলে দৌড়াই। করিডোরের শেষের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ি। আমার সামনে আর একটা কাঁচের দরজা তাতে লেখা আইনট্রিট ফেরভোটেন.... প্রবেশ নিষেধ।

আমি তবু সুযোগটা হাত ছাড়া করি না, কারণ মার্গারেট বা ডোরা ফিরে আসার আগেই আমার নোরার কাছে জানতে হবে লোকটি কে।

আমি ঢুকে পড়ি।

তার চুল দেখে বুঝি সে নোরা

www.pathagar.com

সে আমার দিকে পেছন দিয়ে শুয়ে
হাসপাতালের নীল গাউন পরে আছে সে
তার মাথার পাশে বেডসাইডেও নীল ফুল
সে ভালো আছে এগুলোই তার প্রমাণ.....
আমি কাছে যাই ফিস ফিস করে ডাকি, নোরা...
সে শুনতে পায় না। আর একটু বড় করে ডাকি, তবুও শোনে না।
আমি কাছে যাই, পিঠে হাত রাখি।
সে একটু নড়ে
নোরা.....
সে পাশ ফেরে
আমি চমকে উঠি ! এ কার মুখ ! ফোলা নাক, কাটা ঠোঁট, ক্ষতবিক্ষত...আল্লারে !
ও চোখের পাতা তুলতে পারে না, শুধু চিৎকার করে
চিৎকার করে বলতে থাকে, গেহে ভেগ ...শ্লাগ মিশ নিক্সট্....সরো সরো আমাকে মের না....
তার চিৎকার শুনে সিস্টার ছুটে আসে, আমাকে দেখে থমকায়। তারপর সে-ও চিৎকার জুড়ে দেয়, ফেরভালটিগার.....রেপিস্ট...
আমি প্রাণ নিয়ে ছুটি। লিফট পাইনা সিঁড়ি ধরি। এক ফ্লোর নামতেই এ্যার্লাম বাজে। আমি সিঁড়ি ছেড়ে উল্টো দিকের করিডোর ধরি। সব ফ্লোরের সিকিউরিটি উপরের দিকে দৌড়চ্ছে। আমি বরফ পরিষ্কার করার দরজা ঠেলে বিল্ডিং-এর গায়ে চলে আসি। নিচে. চোখ পড়তেই মাথা ঘোরে, আমি তাকাতে পারি না, আমার ভার্টিগো।
চোখ বন্ধ করে দেয়ালের গাঁ ধরে হাঁটি, কিন্তু বরফে পা আটকে যায়। এখন একমাত্র ভরসা যদি কোন পাইপ পাই। কিন্তু এক ইঞ্চি দু'ইঞ্চি করে সরে এসেও কোন পাইপ পাই না। আমাকে হয় পুলিশের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না হয় লাফ দিতে হবে। পুলিশ, অপমান এগুলোর চেয়ে মৃত্যু ভালো। তাই লাফ দেয়ার জন্য চোখ খুলি। হঠাৎ দেখি মাথার উপরে একটা ফোকর দিয়ে চলন্ত গাড়ির হেডলাইট আকাশে পড়ছে। একটা দু'টো তিনটা গাড়ি যাওয়ার পর অন্ধকার হলে আমি সেখানে উঠে পড়ি, তারপর শরীর গলিয়ে চলে আসি এপারে। এটা হাসপাতালের পেটের ভেতর দিয়ে এ্যাম্বুলেন্স ওঠার পেঁচানো রাস্তা। আমি ঝুলে পড়ি। তারপর হাত ছেড়ে দি। যেখানে আশা করেছিলাম তারও অনেক নিচে মেঝে, পড়ার সাথে সাথে

www.pathagar.com

কড়াৎ করে শব্দ হয়। আগুনের হল্কা ওঠে পায়ের পাতা থেকে। একটার গোড়ালী মনে হয় ভেঙে গেল। আমি কিছুতেই নড়াতে পারি না। তবু পুলিশের সাইরেন কানে এলে পারি। দ্রুত বসে দু'হাতে ভর দিয়ে পিছলে নামতে শুরু করি। জোরে নামতে গিয়ে সামলাতে পারি না, গড়াতে থাকি। তারপর ছিটকে পড়ি বরফে। ঠিক তখনই পুলিশের দু'টো গাড়ি নাকের সামনে দিয়ে উঠে যায়। এক সেকেন্ড হলে গাড়ির নিচে পড়তাম।

ভয়ে উঠে পড়ি, খোঁড়াতে খোঁড়াতে গাড়ির কাছে চলে আসি। ভাগ্য ভালো তখন পার্কিং পাই নি বলে দূরে রেখেছিলাম।

কিছুতেই চাবি ঢোকাতে পারি না, হাত কাঁপে, চেষ্টা করেও বাগে আনতে পারি না। কেবলই শুয়ে পড়তে ইচ্ছা করে। এইবার অন্য পথ ধরি। তাতে কাজ হয়। নোরার মুখটা মনে পড়তেই কাজ হয়। ক্রোধে জ্বলে উঠি। হাত এবার ব্যর্থ হয় না। গাড়িও গর্জে ওঠে। ভাঙা পা এক্সিলেটর চেপে ধরে। আমি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটি।

ওরা বর্ডার সিল করে দেয়ার আগেই আমাকে পার হতে হবে।

তারপর অটোবান, ওটা হিটলারের রাস্তা, যত জোরে খুশী চালাও..... কাইনে বেশ্রেকুং..

গাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছি।

প্রথম কথাটাই মিথ্যা দিয়ে শুরু করি। শান্তিদা কষ্ট পান। ঐ গাড়িতে তার অনেক স্মৃতি। বার্লিনে দিদির কাছে যাওয়ার স্মৃতি। ব্ল্যাক ফরেস্টে তাসলিমার বাড়ি বেড়ানোর.....।

তিনি নিঃশ্বাস ফেলে সিগারেট ধরান। শুধু আপসেট হলে সিগারেট খান। জানালা দরজা বন্ধ কিন্তু কেয়ার করেন না। তিনি একজন রেজিস্টার্ড দোভাষী। কিন্তু আমি তাকে কখনো দু'একজনের কাগজ অনুবাদ করে দেয়া ছাড়া অন্য কোন কাজ করতে দেখিনি। ঐ সামান্য টাকা দিয়ে তিনি চলেন। তার ঘর গরম করার হাইসুং নেই, জল গরম করার হিটার নেই, ঘরে কোন পালঙ্ক নেই। শুধু এক জোড়া সোফা আর গাদা গাদা বই আর বোতল। সে নিলোর্ভ না জীবনবিমুখ আমি বুঝতে পারি না। খালি দু'টো জিনিসের প্রতি তার কিছু আকর্ষণ দেখেছি, একজন সেই দিদি আর একজন আমি। তার এই স্বল্প আয়ের ভেতরেও উনি মানুষকে অর্থ সাহায্য করেন। আমাকেও করেছিলেন। ফ্রাঙ্কফুর্টের গত মেলায় উনি পিঁয়াজু আর বেগুনী বেচে যা আয় করেছিলেন আমাকে সব দিয়ে দিয়েছিলেন। আজ ত্রিশ বছর উনি জার্মানিতে,

www.pathagar.com

তিনি বৈষয়িক হলে বেঞ্চ কোম্পানির মালিক না হলেও এক ডজন মর্সিডিজের মালিক হতেন।

সবার জীবনে সব কিছু হয় না অপু–

কেন?

তা তো জানি না, শিশুর মত হেসে বলেন। জানো অপু আমি এখানে বাঙ্গালীদের মধ্যে সবচেয়ে গরীব।

তার বলার ধরনটা গর্বের মত। অভাব নিয়ে যে অহংকার করে তাকে নির্বোধ বলবো না দার্শনিক বলবো? পৃথিবীর সবচেয়ে শিল্পোন্নত দেশে একমাত্র তার মত কোন পাগলের পক্ষেই এই ভাবে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর কাটিয়ে দেয়া সম্ভব।

বিয়েও করেছিলেন যৌবনে কিন্তু তার জার্মান স্ত্রী তার শহর ছেড়ে এখানে আসবে না, তিনিও তার শহরে যাবে না। তাই তার সাথে বিচ্ছেদ।

এই শহরের মাহাত্ম্যটা কি?

এটাই হচ্ছে জার্মানির সদর দরজা।

আপনি দারোয়ান?

হেঃ হেঃ হেঃ

আপনি কি?

ঐ যে ঐ গানটা শোনোনি, এসো এসো আমার ঘরে এসো, আমার ঘরে.....

মানে?

বাংলাদেশ থেকে যারা এসেছ আমার কাছে আসো, সে তুমি পালিয়েই আসো আর প্রকাশ্যেই আসো, রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য আসো বা অর্থ উপার্জনের জন্য- আমি তোমাদের পথ দেখাবো। যখনই কেউ আসে আমি ছুটে যাই, সে চাইলে আমার যতটুকু সাধ্য তাকে সাহায্য করি।

তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে থাকেন, কি যেন ভাবেন, তারপর বলেন, বলোতো তোমার শরীরের কোন অঙ্গটা তোমার চাইতে অন্যের প্রয়োজন বেশি।

প্রশ্নটা বুঝতে পারি না।

তোমার কোন অঙ্গটা তোমার উপকারে লাগে না কিন্তু অন্যের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান।

হাত?

হয় নি।

www.pathagar.com

আমি আমার হাত দিয়ে তো অন্যদের সাহায্য করি।

কিন্তু হাত তো তোমার নিজের কাজেও ব্যবহার করো, করো না?

হ্যাঁ।

তাহলে কি মুখ?

কেন?

এই মুখ দিয়ে আমি মানুষের প্রশংসা করি, তাকে বুদ্ধি পরামর্শ দি, সান্ত্বনা।

মানুষ তার মুখ দিয়ে নিজের প্রশংসাই বেশি করে, নিজের প্রয়োজনেই তার মুখ বেশি ব্যস্ত থাকে।

তাহলে আমি আর পারবো না আপনি বলেন কে নি:স্বার্থ, কোন অঙ্গ?

কাঁধ।

কাঁধ !

মানুষের কাঁধ। বন্ধু, স্বজন, আত্মীয়, অনাত্মীয় বিপদে আপদে এখানেই আশ্রয় নেয়। তুমি কি কারো কাঁধে কখনো আশ্রয় চাওনি?

হ্যাঁ।

কেউ তোমার কাঁধে মুখ রেখে সান্ত্বনা পায়নি?

হ্যাঁ।

এখন বলো তোমার কাঁধ তোমার কাজে লাগে না অন্যের?

অন্যের।

আমি সেটাই করি সবার দু:খে, সবার শোকে কাঁধ এগিয়ে দি, তাকে জড়িয়ে ধরি, সে পরম শান্তিতে মাথা রাখে।

আমার চোখে জল আসে।

তোমার কি মন খারাপ?

না।

তোমাকে একটু অন্য রকম লাগছে।

নোরার কথা তাকে বলা কি ঠিক হবে? বললে উনি ঘাবড়ে যেতে পারেন। এর সাথে মান সম্মানের প্রশ্ন, আইনের জটিলতা, পুলিশের ঝামেলা অনেক কিছু জড়িত।

শান্তিদা আমাকে ছোটখাটো কোন কাজ জুটিয়ে দেয়া যায়, তবে ফ্রাঙ্কফুর্টের বাইরে, যেখানে লোকজন কম, নিরিবিলি।

তোমার জুয়েলারীর ব্যবসা?

পথে পথে ফেরী করতে আর ভালো লাগে না।

www.pathagar.com

আমি কিন্তু তোমার কাজটা দেখে খুব আনন্দ পেতাম, ইচ্ছে হলো দোকান খুলে বসলে না হলো ঘুরে বেড়ালে। যখন যেখানে খুশি, যে দেশে খুশি পথের ধারে দোকান খুলে বসে পড়লে, ভারী মজা !

আমাকে গ্রামের দিকে একটা কাজ জুটিয়ে দেন, ক্ষেত মজুরের কাজ হলেও করবো তবে কোন পাবলিক প্লেসে না।

মেয়ে হলে না হয় হাউজ কিপারের কাজ পেতে বা বেবী সিটার, তুমি কি টেক্সি চালাবে? এটা তো স্বাধীন কাজ।

না।

আচ্ছা চিন্তা করে দেখি তুমিও পেপার দেখে দেখে চাকরী খোঁজো। আমি এক গাদা বাসি পেপার নিয়ে তক্ষুনি বসে পড়ি। শান্তিদা টিভি খুলে ডয়েচেভেলের খবর দেখে।

আমি ভয় পাই। নোরার খবরটা যদি নিউজে দেখায়, সেই সাথে আমার ছবি....

আমি যতক্ষণ আছি শান্তিদাকে টিভি খুলতে দেয়া যাবে না।

শান্তিদা এই চাকরিটা কোথায়?

আমি তার চোখের সামনে পেপার ধরি।

শান্তিদা থমকায়, তারপর শব্দ করে হাসে।

বিজ্ঞপ্তিটা আবার পড়ি।

আমি জার্মান ভাষায় মোটামুটি কথা বলতে পারলেও লেখ্য ভাষাটা রপ্ত করতে পারি নি।

আরে বোকা একজন একটা ট্রেইন্ড কুকুর চেয়েছে?

সাকার্সের জন্য?

না।

তাহলে?

কুকুর ট্রেইন্ড হলে অনেক কাজ করতে পারে।

যেমন?

বাজার হাট করতে পারে, পেপার বিক্রি করতে পারে, তোমাকে পথ চিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে.....

ব্যাস্ ।

মানে?

আমি এই চাকরিটা করবো।

হেঃ হেঃ হেঃ

www.pathagar.com

কুকুর পারলে আমি কেন পারবো না?

হাঃ হাঃ হাঃ

থামেন।

শান্তিদা অনেক কষ্টে থামে।

ঠিকানাটা কি দেখেন তো।

এইবার কিছুটা আমল দেন, তিনি বিজ্ঞপ্তিটা পড়েন। আমাকে তার ঠিকানা লিখে দেন। জার্মানিতে লিখে পাশে তার উচ্চারণটা বাংলায় লিখে দেন।

যেমন– ওফেনবাখ।

www.pathagar.com

চিমনির ভেতরে একজোড়া ঘুঘু বাসা বেঁধেছিল।

তাদের কল্যাণে মাকড়সারা চান্স পায়নি তাই রক্ষে। আমি কালি ঝুলি মেখে অন্ধকার চিমনি পরিষ্কার করি আর সে ভ্যানভ্যান করে। তার চিন্তা ঘুঘু দু'টো এই ঠাণ্ডায় কোথায় যাবে? আমার খুব রাগ হয়। আমি কাজ বন্ধ করে এসে ওর সামনে দাঁড়াই।

কি?

তুমি ঘুঘু ঘুঘু করছো কেন?

তুমি ওদের তাড়ালে কেন?

ওদের জন্য এত দরদ কেন?

ওদের জন্য হবে না তো তোমার জন্য হবে?

তুমি ঘুঘু চেন?

হ্যাঁ চিনি।

বলতো দেখতে কেমন?

ও চুপ করে থাকে।

আমি আবার ফায়ারপ্লেসে ঢুকতে গেলে সে হাত ধরে।

কি?

তুমি বলো ঘুঘু দেখতে কেমন?

সাদা।

সাদা কেমন?

ক্যামনে বুঝাই সাদা কেমন !

কি হলো বলো?

আমি বলে বোঝাতে পারবো না।

www.pathagar.com

তাহলে বললে কেন?

কি বললাম?

ঘুঘু কেমন?

আচ্ছা মাফ করে দাও আর বলবো না।

আমি তোমাকে আগুন জ্বালাতে দেব না।

আমি ঠাণ্ডার ভেতরে ঐ পাবে যেতে পারবো না।

আচ্ছা তোমাকে যেতে হবে না, আমি একাই যাবো।

তুমি যদি একা একাই সব পারো, তাহলে আমার দরকার কি? আমি চলে যাই।

আমি কি তোমাকে ধরে রেখেছি।

কথাটা আমার খুব লাগে ! আমিও ছাড়ি না– হ্যাঁ, তুমি মানুষ হলে মানুষ লাগতো, তোমার কুকুরই দরকার।

হ্যাঁ, তোর চেয়ে কুকুরও ভালো !

সে তুই তে চলে আসে ! আমি কেন ছাড়বো, তুই যা তোর কুকুর আন আমি চলে যাব।

তুই দূর হ !

হঠাৎ কি যেন গায়ে পড়ে, এক দলা সাদা। ও কি থুথু দিল? না, দিলে তো খক্ করতো, তারপর ওয়াক থু.....

আমি জিনিসটা দেখি। সারা গায়ে চিমনির কালি বলে ব্যাপারটা পরিষ্কার। ওটা থুথু না মল। আমি খুঁজি। তাদের পেয়েও যাই। আকাশি, মানে যেটা দিয়ে চিমনি পরিষ্কার করছিলাম সেটার মাথায় বসে ঘুঘু দম্পতি আমার গায়ে মল ত্যাগ করেছেন।

কুত্তার বাচ্চা, বাংলায় গালি দি।

ও বুঝতে পারে না।

কি বললি?

তোর ঘুঘু আমার গায়ে পায়খানা করেছে।

ও-রা কো-থা-য়..... , হাসি চেপে কোন রকমে জিজ্ঞেস করে।

আমি আকাশি ঝাড়া দি ওরা ফরফর করে চক্কর দেয়।

হিঃ হিঃ হি, সে হাসতে থাকে। তারপর নাচতে থাকে। সে কি নাচ! পড়ে গেলে রক্তারক্তি হবে তাই ধরি। সে তখন আমাকে ধরে নাচতে থাকে। তার ঠোঁটে গান, ইশ ভায়েস নিক্সট ভারুম সো ফ্রোবিন..... এ মন জানে না কেন যে খুশি অকারণ লাগে আজ...

www.pathagar.com

ওর আনন্দ আমারও বুকে লাগে।

আমি ওকে ধরি, ঘন হই। আমার গায়ের কালি ঝুলি ওর গায়ে যায়। ওর নি:শ্বাস আমার শরীরে।

জানো অপু, এই গানটা মিশেল গেয়েছিল, এইটুকুই গেয়েছিল, পুরোটা গায় নি। সে হয়তো পুরোটা জানে না। গানটা কার জানলে আমি তোমাকে দিয়ে জোগাড় করতাম, করে মিশেলকে দিতাম। অপু যেটুকু শুনলে তোমার মনে থাকবে?

না।

আচ্ছা আবার গাই, এ মন জানে না.....

আমি ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দি।

অ-পু।

আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাই।

অ.....

আমি রাস্তা ভুল করি।

বোট হাউজের রাস্তা এটা না, বাঁকের কাছে এসে পাব দেখে আমার হুঁশ হয়। তাই সই পাবেই যাই। আজ কনিয়াক, বিয়ার সব একসাথে খাবো। তারপর ঘুঘু দু'টো ধরে ঐ ফায়ারপ্লেসে রোস্ট করবো। তারপর একটা আমি খাব আর একটা জোর করে ওকে খাওয়াব।

তারপর বিদায়।

আমার আমি আমাকে জিজ্ঞেস করি, তুই কি ওর প্রেমে পড়েছিস?

না।

ওর নামও নোরা বলে তোর ভয় তাকে কেউ ঐ নোরার মতো.....

না।

তাহলে মিশেলকে তুই সহ্য করতে পারিস না কেন?

আমার ওকে ভয় হয়।

কেন?

সে সেলিব্রেটি।

তাতে কি?

সেলিব্রেটিদের কাছে ফ্যান মানে কি জানিস?

কি?

যে তাকে দেখলেই কাপড় তুলবে।

ও কাপড় তুললে তোর সমস্যা কোথায়?

www.pathagar.com

এটাই তো বুঝতে পারছি না কোথায়?

তুই আর ব্যাপারটা জটিল করিস না, এটা হিজ হিজ হুজ হুজের দেশ, মানে যে যার মতো চলছে, তাকে তাই চলতে দে।

দিলাম।

না মন থেকে দিস নি।

শোন রোমান্স ইজ দ্যা ম্যাজিক অব ডিসটেন্স, মিশেল দূরে আছে বলেই সে এখন নোরার প্রেম, কাছে থাকলে ঘৃণা হতো।

তুই ওকে সাদা কি তাই বুঝাতে পারিস না, এটা বুঝাবি কি করে।

এখন পারবো।

কিভাবে।

বলবো সাদা হলো বকের মত।

ও তখন জিজ্ঞেস করবে বক কেমন?

আমি তখন ওর হাতে বটি দেব, এই যে এমন বাঁকা....

তারপর?

ওর হাত কেটে রক্ত বেরুবে–

তারপর?

ও বলবে না বাবা সাদা ভালো না, সাদা খুব কষ্ট !

আমি বারে ঢুকে বিয়ার চাই। এক চোখ কানা জলদস্যুটা আমার গায়ের কালি ঝুলি দেখে বিরক্ত হয়। আমি তাকে চেতানোর জন্য টুলে বসি। এরা আর যাই হোক উপরে উপরে ভদ্রতার অবতার কিন্তু তলে তলে নাৎসির নাতি।

বিয়ার শেষ করে আমি কনিয়াক চাই।

সে তা-ও দেয়।

পশুরা সব খায়, এমন ভাব করে সে সার্ভ করে।

এমন সময় বাইরে এসে একটা পুলিশের গাড়ি দাঁড়ায়। আমি গুরুত্ব দি না। বিয়ার পরে কণিয়াকের কল্যাণে আমি তখন গরম। পুলিশ এসে বারে দাঁড়ায়। কফির কথা বলে সবাই কে লক্ষ্য করে। তারপর আমাকে দেখে হাসে। আমি উইশ করি,

গুটেনটাগ।

সে-ও তাই বলে।

তারপর পকেট থেকে একটা ছবি বের করে। বারটেন্ডারের কাছে দেয়।

একে দেখেছ?

www.pathagar.com

বারটেন্ডার ছবিটা নিয়ে দেখে তারপর মাথা নাড়ে।

এবার সে ছবিটা আমার দিকে বাড়ায়।

আমি ছবিটা নিয়ে থমকাই !

ক্ষেতের ভেতর লাল কুমড়ো হাতে আমার ছবি, নোরা যেটা তার ফোন দিয়ে.....

একে দেখেছ?

নাইন..... না।

পুলিশ ছবিটা ফেরত নিয়ে কফির দাম দিয়ে বেরিয়ে যায়। মুখে চিমনির কালি বলে বেঁচে যাই এ যাত্রায়। দ্বিতীয় বার বারটেন্ডারের দিকে তাকাতে সাহস পাই না।

আমি ত্রিশ ইউরো রেখে বেরিয়ে আসার সময় সে আমার হাত ধরে, বস টাকা লাগবে না।

মানে।

আমি জানি তুমি কে?

কে.....

মাফিয়া।

সে দাঁত বের করে, আমি দ্রুত বের হয়ে আসি।

মাথার ভেতর ঝড় ওঠে, আমি এখানে এটা পুলিশ জানলো কি ভাবে? নাকি পুরো দেশজুড়েই আমার খোঁজে পুলিশ নেমেছে?

আমি গাড়ি ফেলে এসেছি স্টুটগার্টে। পুলিশ খুঁজলে তো আমাকে তার আশেপাশেই খোঁজার কথা, কিন্তু এখানে কেন?

কোন সূত্র ধরে ওরা হয়তো শান্তিদাকে ট্রেস করে ফেলেছে। তারপর তাঁর কাছে থেকে আমাকে। আমি কি রিস্ক নিয়ে দাদাকে একটা ফোন দেব?

আমার ভীষণ ঠাণ্ডা লাগে। মেনটল, দাস্তানা, টুপি ছাড়াই তখন রাগের মাথায় বাসা ছেড়ে চলে এসেছিলাম। এখন ভয়ের ঠাণ্ডা আর বাইরের ঠাণ্ডা একত্র হয়েছে। আমি দৌড় দি। কেবলই মনে হচ্ছে পুলিশের গাড়িটা রাডারে আমাকে দেখতে পাচ্ছে। এখনই একটা গুলি আমাকে এঁফোড় ওফোঁড় করে বেরিয়ে যাবে। আমি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটি। পা পিছলে যায় বরফে, আছাড় খাই, তারপরও হাঁচড়ে পাছড়ে উঠে পড়ি, আবার ছুট.....

তোর চেয়ে কুকুর ভালো... অন্ধ মেয়েটি মিথ্যা বলেনি।

আমি এইটুকু পথ দশ বার আছাড় খাই, কুকুর হলে খেত না। আমি ঘরে ঢুকে ওকে পাই না।

www.pathagar.com

নোরা..... আমি চিৎকার করি।

ও সাড়া দেয় না।

আমি দোতালায় যাই, ওর ভেজানো দরজা খুলে দেখি নেই।

নোরা.....

কারো কোন সাড়া নেই। যা যেখানে যেমন অনড়। খাট পড়ে আছে খাটের জায়গায়, রেডিওটা বালিশের পাশে, জানালায় শার্শি, শার্শিতে বরফের আস্তর, আরশীতে আমি, ও নেই।

আমি কি ওকে খুব জোরে ধাক্কা দিয়েছিলাম? ও কি পড়ে গেছে মেঝেতে? মাথা ঠুকে গেছে পাথরে? রক্ত বেরিয়ে গেছে কয় পাইন্ট..... জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। নাকি পুলিশে গিয়ে খবর দিয়েছে, ওকে ধাক্কা দেয়ার জুলুমে পুলিশ এসেছিল খুঁজতে। কিন্তু আমার ছবি, ঐ নোরার ফোনে তোলা ছবি পুলিশ পেল কি করে !

আমি আর ভাবতে পারি না। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়তে চায়। সারা গায়ে পথের কাদা, সারা মুখে চিমনির কালি। আরশীতে আমাকে দেখে আমিই চিন্তে পারি না তো পুলিশ চিনবে কি করে !

আমার আগে গোসল দরকার তারপর নোরা। আমি নোরার তোয়ালে নিয়ে বেরিয়ে আসি। পাশেই বাথরুম, হিটারও চালু। শরীরের, শেষ শক্তিটুকু সঞ্চয় করে কাপড় ছাড়ি, ভেজা কাপড় নামাতে দম শেষ। ভারী দরজা ঠেলে বাথরুমে ঢোকার শক্তিও তখন অবশিষ্ট নেই। কোন রকমে একটু ফাঁক করে শরীর গালিয়ে দি। ভেতরটা অন্ধকার। আলো জ্বালানো দরকার কিন্তু সুইচটা কোন দিকে মনে করতে পারি না, বাথটবের ভূগোলও হারিয়ে ফেলেছি। আমি বসে পড়ি। কুকুরের মত চার পায়ে এগোই। হাত বাড়িয়ে বাথটব খুঁজি। পেয়ে যাই। তাতে কানায় কানায় জল। আমি কিনারে বসি। তারপর এক পা নামাতেই চমকাই। বাথটবে মনে হয় আর একজন।

কে?

উত্তর দেয় না।

নোরা?

নিরুত্তর।

আমি হাত ডুবাই, হ্যাঁ জলের নিচে শরীর।

কি করবো বুঝতে পারি না। বাথরুমের চাইতেও মাথার ভেতরে বেশি অন্ধকার। আমি কিছু চিন্তা করতে পারি না। যে দিকে তার ঠ্যাং সে দিকে নেমে পড়ি। সে পা গুটিয়ে জায়গা দেয়।

আমি জানতাম না তুমি এখানে।

www.pathagar.com

চুপ, ও বকে।

আমাকে মারলেও আমি নড়ছি না, গরম জল পেয়ে শরীর আমাকে ছেড়ে স্বর্গে চলে গেছে। আমার লাশকে বকাবকি করে তাই কোন লাভ নেই।

তবে তারও জল ছেড়ে ওঠার কোন লক্ষণ নেই।

আমিও কোন ব্যাখায় না গিয়ে বলি, তুমি এখন আমাকে কুকুর মনে করলেই ভালো–

কেন?

মানুষ মানুষকে লজ্জা পায় কুকুরকে পায় না।

আমার ওটা নেই।

কোনটা?

লজ্জা !

কেন?

লজ্জা তো চোখের তাই না, আমার তো সেই বালাই নেই।

তোমার যে চোপা, মাশাল্লা !

তোমার কি বেশি রাগ?

উত্তর দি না।

তোমার ঈর্ষাও বেশি।

হ্যাঁ।

আচ্ছা আমি আর তোমার সামনে মিশেলের কথা কোন দিন বলবো না, হলো?

আমি হেসে ফেলি।

আর একবার হাসতো।

হাসি।

ও আমার বুকে পা রাখে, বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে কি যেন লিখে আমি ধরতে পারি না।

কি লিখলাম বলোতো?

বুঝতে পারলাম না।

অন্ধ হলে বুঝতে।

আমি বুঝতে চাই না।

কেন?

তুমি অন্ধ বলে আমরা একসাথে বাথটবে–

চোখ থাকলে?

www.pathagar.com

ফিরেও দেখতে না।

কেন?

আমি কালো।

কালো কি?

জানি না।

তাহলে বলো কেন?

আচ্ছা আর বলবো না।

সে আবার ওটা লেখে, এবার যেন কেটে কেটে লেখে, তার নখ অনেক গভীরে যায়, চামড়া ছড়ে একটু বুঝি জ্বলে।

এবার বলো কি?

ইশ্ লিবে ডিস.....

ইয়া.....

তুমি?

আমি ওর নগ্ন পা বুকের সাথে চেপে ধরি। বুকের ভেতর কি বলে ও কি বুঝতে পারে না !

আমাকে ভালোবাসো না?

আমি কেঁদে ফেলি।

নোরা জ্বলে ওঠে।

তার আগুনের অনেক গুলো রঙ.....

সে শৈশবে হলুদ

কৈশরে কমলা

যৌবনে নীল

তারপর লাল

তারপর সাদা

নোরা আমাকে এতগুলো উপহার দেয়।

আমি দু'হাত বাড়িয়ে রাশি রাশি রঙ গ্রহণ করি।

জার্মানরা এরিয়ান তো তাই দেয়ার ব্যাপারে কোন কার্পণ্য নেই।

আর আমরা জাতে শুদ্র, তাই নেয়ার ব্যাপারে ওস্তাদ। তাছাড়া আর্যকে দেয়ার ক্ষমতা শুদ্রের কখনই ছিল না, তাই নোরা দেবে অপু নেবে এটাই ধর্ম।

আমি বাথটবে প্রাণ দিয়ে ধর্ম রক্ষা করি।

www.pathagar.com

প্রত্যাখ্যান করি না, প্রতিবাদও না।

ও অধিকার করে, আদর করে, গ্রহণ করে, ত্যাগ করে..... সব।

তারপর প্রসন্ন হয়ে গা শুকোতে যাই, যাওয়ার আগে বলে, তুমি নিচের ঘরটা গরম করো আমি আসছি।

তথাস্তু।

অব্যবহৃত ফায়ারপ্লেস বলে আমার সন্দেহ ছিল কিন্তু আর্যের অগ্নি উৎসব বলে কথা ! সে যেন জ্বলে উঠার জন্য তৈরি ছিল। আমি তাতে আর কিছু কাঠ চাপা দিয়ে কাছে বসি। ধীরে ধীরে ওম পাই, উষ্ণতা গড়িয়ে নেমে আসে। এতে দেবী প্রসন্ন হলেই আমি ধন্য না হলে বাথটব তো আছে, উনি চাইলে আবার যাওয়া যাবে।

নোরা তো শুধু খাঁটি আর্যই না আমার ত্রানকর্তাও বটে। আমার বিপদে আমাকে চাকরি দিয়েছে, আশ্রয় দিয়েছে, আদরও।

আমি একজন কালো আদমী, দেশে বেকার এখানে হকার, তার উপরে ফেরারী আসামী। তাই কুকুর বলি আর ক্রীতদাস বলি আমি তাই। নোরা অন্ধ বলে যদি তার সাথে শুতে আমার বিবেক দংশন করে তাহলে আমার বিবেক রাখার দরকার নেই। এই ছোট জাতের বিবেক বুদ্ধি কেড়ে নাও খোদা, শুধু গতর দাও- আমি যেন নোরাকে রাজি-খুশি রাখতে পারি।

কাঠের সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ। অন্তর্যামী না নোরা?। যেই আসুক কোন ভাবেই আমার বেদনা তাকে বুঝতে দেয়া যাবে না।

নোরা আসে, এসে সামনে দাঁড়ায়। ঘুরে ফিরে আমাকে কি যেন দেখায়।

আমি বুঝতে পারি না।

আমাকে কেমন লাগছে?

ও, সে তার পোশাক দেখাচ্ছে।

খুব সুন্দর !

সত্যি?

হ্যাঁ।

ও ঝলমল করে।

গাউনটা লাল, বুকে কারুকাজ, পিঠে সরু ফিতার গুন চিহ্ন। কানের রিং দুটো ঘাড় ছুঁয়ে ! শুধু ঠোঁট আর গাল প্রসাধনি পেলে তাকে জীবন্ত ব্লো আপ মনে হতো।

এখন চোখ দু'টো দেখে কে বলবে সে অন্ধ !

যাও আলমারী থেকে ওয়াইন নিয়ে এসো, ও সিঁড়ির নিচটা দেখায়,

www.pathagar.com

তারপর বলে- ওখানে মনে হয় এখনো অনেক মজুদ আছে, বাবার স্টক, আমি কখনো ছুঁইনি, আজ ছোব। জানোতো মদ যত পুরানো হয় তত মজা.....

এ যেন অন্য নোরা, ওর সব অন্ধকার যেন বিদায় নিয়েছে, ও নিজেই যেন আলো আর সেই আলোয় সব দেখতে পাচ্ছে। ওর দিব্য চোখের আজ ছুটি।

প্রেমে কি আসলেই এত শক্তি, অন্ধকে চক্ষুষ্মান করে?

তবে আমি কেন কিছুতেই ওর প্রেমে পড়তে পারছি না। তখনও পারিনি। ঐ নোরাকে ভাললাগতো, কিন্তু ওটা প্রেম না।

তাহলে ওটা কি, স্নেহ?

আমি উত্তর খুঁজি।

ও ছাড়া বেনকেনে আমার কথা বলার কেউ ছিল না। ও যদি কথা না বলতো তাহলে আমি কি সেই কাঠবিড়ালীগুলোর সাথে কথা বলতাম? নাকি ক্ষেতে কুড়িয়ে পাওয়া সেই লাল কুমড়ো দিয়ে মানুষের মুখ বানিয়ে তার সাথে কথা বলতাম? নাকি রাইনের লাল লাল মাছের সাথে !

প্রবাসে এই কথা বলতে না পারার কষ্টাটা খুব বড় কষ্ট। মানুষের সব চেয়ে বড় দু:খ মনে হয় যখন সে কমিউনিকেট করতে পারে না, আর সুখ মনে হয় যখন সে সেটা পারে। তাই নোরা ওখানে আমার সাথে কথা না বললে আমি বাঁচার জন্য মদ ধরতাম। কাঠবিড়ালী, মাছ, মিঠ কুমড়া, রাইনের জলপ্রপাত যত সুন্দরই হোক কথা না চললে বেশিক্ষণ ভালো লাগে না। তাই সেই কিশোরীর জন্য আমি এ্যালকোহলিক হই নি। আবোল তাবোল কোন চিন্তাও মাথায় আসেনি।

আমার ধারণা এই নোরা যদি অন্ধ না হয়ে বধির হতো তাহলে তার বেশি কষ্ট হতো। সে পৃথিবীকে বেশি মিস করতো। অন্ধকারে ওর কি এমন অসুবিধা হচ্ছে, ওর দিনতো পার হচ্ছে। সে পাবে গিয়ে লোকজনের সাথে কথা বলতে পারছে। সে রেডিও শুনতে পারছে, গান.....

ওগুলো সবই তো কথা, কোনটা রেডিওর ভেতর দিয়ে, কোনটা সুরের ভেতর দিয়ে। আর অন্ধকার শুধু কষ্টের হবে কেন, অন্ধকারেই তো আমাদের ঐ ব্যপারটা ঘটে গেল।

আমি চাই না নোরা আজ মাতাল হোক তাই খালি হাতে ফিরে এসে বলি তোমার বাবার স্টক শেষ।

অসম্ভব !

www.pathagar.com

সে নিজে যায়। প্রায় তক্ষুনি দু'টো বোতল নিয়ে ফিরে আসে। দু'টোর একটা ওয়াইন।

ও বোতলের মুখে ওপেনার গাঁথতে পারে না, আমি সাহায্য করি।

কিভাবে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে খুঁলতে হয় ও জানে না আমি শিখিয়ে দি। তারপর বেশ শব্দ করে যখন মুখটা খোলে ও ভয় পেয়ে আমার কোলে ঢুকে পড়ে। আমি ওকে ঢেলে খাওয়াই। ও গিয়ে একটা মাত্র গ্লাশ এনেছে। আমাকে তাই ওর এঁটো খেতে হয়।

আবার ভরে দাও।

আস্তে।

কেন?

দ্রুত খেলে মাতাল হয়ে যাবে।

একশোবার হবো, ও রাগে চিমটি দেয়।

আমি চিমটি খাই।

কই দাও, ও চিৎকার করে।

রাগে বোতল আর গ্লাস ওর হাতে ধরিয়ে দি। ফায়ারপ্লেসে কাঠ দেয়ার ছুতোয় শরীর বিচ্ছিন্ন করি।

ও গ্লাস ভরে নেয়, তারপর বোতল রেখে হামাগুড়ি দিয়ে আমার কাছে আসে। আমার নিস্তার নেই, দুই পাশেই আগুন।

অপু?

শুনছি।

তুমি কি কাউকে ভালোবাসো?

না।

তোমার কেউ নেই?

না।

ছিল না?

না।

তাহলে তোমার এত কিসের দু:খ, কিসের ভয়?

মানে?

তুমি মনে হয় পালিয়ে বেড়াচ্ছ–

আমি থমকাই।

কার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছ?

www.pathagar.com

ভুল।

হয়তো।

তোমার ধারণা ঠিক না।

সব সময় সতর্ক থাকো কেন? এই ছোট কাজটা নেয়ার মানে কি?

আমি উত্তর দি না।

তুমি তখন কি দেখে দৌড়ে পালিয়ে এসেছ, পুলিশ না অন্য কিছু?

এবার উত্তর খুঁজে পাই না।

সে আমার দিকে গ্লাস বাড়ায়। আমি পান করি। ও আবার গ্লাশ ভরে দেয়।

আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই, তুমি সব কিছু আমাকে খুলে বলো।

আমি আরও কিছু পান করি, বলার জন্য সাহস সঞ্চয় করি।

সে আমার হাত ধরে।

আমি সুইজারল্যান্ড থেকে পালিয়ে এসেছি।

কেন?

আমার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ।

সে নিঃশ্বাস নিতে পারে না, আমার হাত ছেড়ে দেয়।

আমি কিছু করি নি।

তাহলে পালালে কেন?

আমার নাম খবরে শুনে আমি হাসপাতালে গিয়েছিলাম।

তারপর?

নোরার রক্তাক্ত মুখটা ভেসে ওঠে।

আমি বলতে পারি না, আমার গলা বুঁজে যায়।

তারপর?

আমি হাসপাতালে গিয়ে ওর সাথে কথা বলতে চেয়েছিলাম, বলতে চেয়েছিলাম ও কেন পুলিশকে বলছে না আমি রেপ করিনি, রেপ করেছে.....

কে?

জানি না।

ওর সাথে কথা বলতে পারো নি?

না।

ওর জ্ঞান ছিল না?

ছিল।

পুলিশ পাহারা ছিল?

www.pathagar.com

না।

তাহলে?

ও আমাকে দেখে চিৎকার করে বলছিল..... আমাকে আর মের না, আমাকে আর কষ্ট দিও না, আমার সব ছিঁড়ে যাচ্ছে.....

তারপর?

ওর চিৎকারে নার্স ছুটে এসে আমাকে দেখে রেপিস্ট... রেপিস্ট বলে চিৎকার করতে লাগলো। আমি ভয়ে পালিয়ে আসি।

আমি গ্লাস রেখে বোতলটা হাতে নি তারপর আকণ্ঠ পান করি । ও সেটা বুঝতে পারে না, বা বুঝেও বারণ করে না। তোমার কি ধারণা আমি ওর সাথে এমন করতে পারি।

তার মানে মেয়েটাকে তুমি আগে থেকেই চিন্তে।

হ্যাঁ। আমি ওদের বাসায় ভাড়া থাকতাম।

ওর বয়েস কত?

ষোল।

তোমার সাথে ওর খাতির ছিল?

খুব।

তুমি ওকে পছন্দ করতে?

হ্যাঁ।

কেন করতে?

আমরা কালো বলে আমাদের সাথে তো কেউ মেশে না সে মিশতো।

আমি তার সাথে কথা বলে বলে ভাষাটা রপ্ত করেছি।

আর?

ও স্কুল থেকে ফেরার পথে প্রায় আমার কাছে যেত, আমি আর ও গিয়ে রাইন ফলে বসে থাকতাম।

জলপ্রপাত?

হ্যাঁ।

তারপর?

ওর সাথে ক্ষেতে যেতাম আলু তুলতে, লাল কুমড়ো দিয়ে ওকে ল্যাম্পের শেড তৈরি করে দিয়েছিলাম। আসলে আমিও একা ছিলাম সেও একা ছিল তো–

সে একা কেন?

তার বোন থাকতো তার বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে আর তার মা থাকতো তার বয়

www.pathagar.com

ফ্রেন্ডকে নিয়ে, সে যাবে কোথায়?

বুঝতে পেরেছি।

ওর সাথে তোমার একটা মিল আছে?

কি?

ওর নামও নোরা।

এই নোরা থমকায়।

তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না?

ও চুপ।

তুমি কি ভয় পেয়েছ?

না।

কষ্ট?

হ্যাঁ আমার নিজের জন্য কষ্ট হচ্ছে।

কেন?

তোমার সাথে যা হয়ে গেছে সেটা ফেরানোর রাস্তা নেই।

মানে?

কিছু না।

ওর গাল ভিজে অশ্রু নামে। ওর চোখ দেখতে পারে না কিন্তু কাঁদতে পারে। কাঁদার কারণ আমি। আমার সাথে যা ঘটে গেছে তা ব্যভিচার মনে করে কাঁদছে।

আমি ওর প্রথম প্রেম ব্যর্থ করে দিয়েছি।

এটাও তো রেপ !

www.pathagar.com

দু'দিন আমাদের মুখ দেখাদেখি বন্ধ।

সে সাদা ছড়ি নিয়ে বাইরে যায় আমি জানালা দিয়ে দেখি। একবার মনে করি অনুসরণ করবো। একবার মনে হয় জোর করবো। যখন তার ফিরতে দেরী হয় তখন মনে হয় এই বুঝি সে পুলিশের কাছে গেল, যদি যায়? এই চিন্তায় আমি পেরেসান !

কিন্তু সে যায় না, ফিরে আসে। আসার সময় আমার জন্য ডগ পার্সেল হাতে করে ফেরে। আমার দরজার সামনে কুকুরের খাবারটা রেখে যায়।

আমি একবার তার ঘরে গিয়েছিলাম? সে টান দিয়ে তার জামা খুলে ফেলে, আমাকে ডাকে, আয় কুত্তা আয়....

মানে?

রেপ করবি না !

আমি চলে আসি। আমি আর তার চৌকাঠ মাড়াই না। তবু তার রাগ পড়ে না। পাবে তো খেয়ে আসেই আবার ঘরে এসেও তার বাপের স্টক থেকে রাম খায়, আর আমার গুষ্টি উদ্ধার করে...

জোনদেশ হুন্ডেস ..... কুত্তার বাচ্চা
জোনদেশ সোয়াইন.....শুওরের বাচ্চা
জোনদেশ আফে ..... বান্দরের বাচ্চা
জোনদেশ হুরে .... নটীর বাচ্চা

আমি কানে আঙ্গুল দি, তারপর সে হাউমাউ করে কাঁদে। আমি তখন দরজা পর্যন্ত যাই। কিন্তু তার বেসামাল অবস্থা ! একবার নিজের চুল নিজে ছিঁড়ে আর একবার বোতলের মতো মেঝেতে গড়াগড়ি দেয়। আমি তখন গেলে রক্ষে নেই, আমাকে সে খুন করবেই। তাই ভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। তারপর সে বেহুঁশ হয়ে সেখানে পড়ে থাকে। আমি একবার

www.pathagar.com

পাঁজাকোলা করে বিছানায় তোলার চেষ্টা করেছিলাম সে খামচে দিয়েছিল। তার পায়ের নখের ক্ষতটা বুকে বলে কেউ দেখতে পায় না কিন্তু এটা পাবে। তাই আমার বাইরে যাওয়া বন্ধ।

সেই চোখ কানা বারটেন্ডারের কাছে আমি আমাকে ছোট করতে পারবো না, কারণ সে আমাকে মাফিয়া বলে যে সম্মান দেখিয়েছে এখন আচড়ের দাগ দেখলে ছাগল মনে করবে।

আমি সব মুখ বুঁজে সহ্য করি। কানা খোঁড়া যাই হোক প্রথম প্রেমের আঘাত সহ্য করা সত্যি মুশকিল ! আমার কেসটা আবার এক কাঠি সরস, রেপ কেস !

তিন দিনের দিন সে আমার ঘরে আসে। আমি যে কী খুশি হই !

আচ্ছা যা আমি তোকে মাফ করে দেব যদি তুই স্বীকার করিস।

কি স্বীকার করবো?

তুই ওকে রেপ করেছিস।

আমি দু:খে পাথর হয়ে যাই !

শোন তোকে শেষ বারের মতো সুযোগ দিলাম আমার ভালোবাসার কসম তুই সত্যি কথা বল যা আমি তোকে ক্ষমা করে দেব।

আমার আর সহ্য হয় না মারি চড় ! সে হতভম্ভ। বাকশূন্যও বটে।

আমি কিছু না বলে ব্যাগ গুছাই। ওর শুকনো মুখ দেখে এখন মায়া তো দূরের কথা এমন জেদ চাপে যে যাওয়ার আগে ওকে গলা টিপে শেষ করে দিয়ে যাই ।

তুমি কি চলে যাচ্ছ?

আমি উত্তর দি না।

ব্যাগ কাঁধে ফেলে দরজা পার হওয়ার আগে ও আমাকে ধরে ফেলে,

আমাকে একটু সময় দাও।

কেন?

আমি তোমার ব্যাপার নিয়ে মিশেলের সাথে কথা বলবো–

আমি বলছি বিশ্বাস হচ্ছে না মিশেল বললে বিশ্বাস হবে!

আমি তোমার কথা বিশ্বাস করেছি।

তাহলে মিশেলকে বলার কি দরকার?

ও নোরার সাথে কথা বলবে, ওর ইন্টারভিউ নেবে। ও যদি বলে তুমি বেকসুর তাহলে পুলিশ তোমাকে ধরবে না। অপু নোরা কি তোমার পক্ষে বলবে না?

www.pathagar.com

আমি ওকে জড়িয়ে ধরি, হ্যাঁ বলবে।

সে আমাকে ছাড়িয়ে তার ঘরে যায়। বার্লিন রেডিওতে ফোন করে। ওরা মিশেলকে লাইনে আনে।

আমি নোরা।

হাই নোরা, গুটেন টাগ !

সে কথা দীর্ঘ না করে আমার ব্যাপারটা তাকে বলে।

মিশেল চুপ করে শোনে।

নোরা কথা শেষ করলে মিশেল একটু সময় নেয়, তুমি কি লাইনে থাকবে নাকি আমি তোমাকে ব্যাক করবো?

আমি লাইন কাটবো না, নোরার কণ্ঠে মিনতি।

মিশেল সেট তুলে রেখে হাঁটাহাঁটি করে।

এক মিনিট যায়....

পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘতম মিনিট।

আমি জানি মিশেল না বলবে। সে সাহায্য করবে না। সেটা বলার জন্য পাঁয়তারা করছে।

দুই মিনিট.....

পৃথিবীর সবচেয়ে বিরক্তিকর দুই মিনিট।

বিখ্যাত লোকদের একই চেহারা, তারা দাম বাড়ানোর জন্য সময় চায়।

আমার অন্ধ নোরার জন্য মায়া লাগে।

তিন মিনিট....

পৃথিবীর সবচেয়ে একঘেয়ে একশো আশি সেকেন্ড।

আমার ফোনটা কেড়ে নিয়ে আছাড় মারতে ইচ্ছা করে। তবে নোরা নির্বিকার।

চার মিনিট.....

পৃথিবীর সবচেয়ে কষ্টকর চার মিনিট।

অবসরে যাওয়ার পর আমাদের হেডমাস্টার ঠিক নোরার মত এই ভাবে পথে দাঁড়িয়ে থাকতো আর ছেলে মেয়েরা ঐ পথ দিয়ে গেলে তাদের ধরে ধরে ট্রানস্লেশন জিজ্ঞেস করতো।

একদিন আমার মাথায় কি শয়তানী জাগলো আমি স্যারকে গিয়ে সালাম দিয়ে বললাম, একটি দণ্ডায়মান গাধার ইংরেজি কি?

তিনি প্রথম চমকে উঠলেন। তারপর হেসে বললেন, আ স্ট্যান্ডিং নুইসেন্স!

তারপর থেকে স্যারকে আমরা বাড়ির বাইরে কেউ দেখি নি। সবাই তো

www.pathagar.com

খুশীতে আত্মহারা। কিন্তু আমি হাসতে পারি নি।

স্যারের সেই কষ্টের হাসিটা আমি ভুলতে পারি না। নোরাকে রেপের শাস্তি না দিয়ে গুরুকে অপমান করার শাস্তি আমাকে দেয়া হোক, আপনারা যে শাস্তি দেন আমি মাথা পেতে নেব।

আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসি।

ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাই।

দরজা ঠেলে বাইরে আসি।

শীতের চাবুক লাগে মুখে।

আমি তাই খেতে খেতে এগোই। আমি তো তাই চাই আমাকে চাবুক মারতে মারতে বধ্যভূমিতে নেয়া হোক। হেডমাস্টার অনিল চন্দ্রকে অপমান করার জন্য আমাকে যেন ফায়ারিং স্কোয়ার্ডের সামনে দাঁড় করানো হয়। আমি কোট খুলে ফেলি। এবার সামনে পেছনে সবখানে চাবুক পড়ে। তারপর জামা খুলে ছুঁড়ে দি। ভাল্লুকের মত ওঁত পেতে থাকা হিম আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ঐ তো লেফটেনেন্টের নির্দেশে এগার জন সৈনিক মার্চ করে পজিশন নিচ্ছে।

ডান বাম.... ডান বাম..ডান বাম..ডান..

পা মিলিয়ে হাঁটছে তারা, তাদের পায়ের আঘাতে তুষার ভেঙে ভেঙে ধোঁয়া হয়ে যায়।

থাম্, গর্জে ওঠে লেফটেনেন্ট।

এগার জোড়া পা থামে।

বামে ঘুর্ !

এগার জন বামে ঘুরে আমার মুখোমুখি হয়।

আমিও দাঁড়াই।

সেকশন ফায়ারের জন্য অস্ত্র ধরবে, অস্ত্র ধর্ !

তার কমান্ডে অস্ত্র ওঠে আমার দিকে।

সেকশন সামনে দ্যাখ্ ১০০ গজ, পাতা ঝরা ম্যাপেল গাছের নিচে দণ্ডায়মান শত্রু, এক রাউন্ড বার্স্ট ফায়ার.....

আমাকে পেছন থেকে কে যেন জাপটে ধরে !

নোরাকে দেখে থমকে যায় তাদের আঙ্গুল।

নোরা কি যেন চিৎকার করে বলে, সে কি বলে মহামান্য

জার দস্তেয়ভস্কির মৃত্যুদণ্ড মার্জনা করেছেন.....

আমি কেন গুলীর শব্দ শুনতে পাই না, আমি কি ঘুমিয়ে পড়ি !

www.pathagar.com

ও আমার দুই ঠ্যাং বগলে নিয়ে টানতে টানতে ঘরে তোলে।

তাপমাত্রা হিমাঙ্কের অনেক নিচে বলে আমি তখন জমে কাঠ। তাই ওর টানতে সুবিধা হয়। আমারও সুবিধা, সিঁড়িতে মাথা ঠুকে যায়, রক্তে লাল হয়ে যায় বরফ, কিন্তু আমি টের পাই না।

ও ফায়ারপ্লেসের আগুন উসকে দেয়, কাঠ ফেলতে গিয়ে আগুনে হাত দেয় তবুও দমে না। ও কেন এমন করছে আমার তো আর কোন আশা নেই। আমাকে আর ফাঁসির দড়িতে ঝোলানো যাবে না, ইলেকট্রিক চেয়ারে বসানো যাবে না। কারণ একই অপরাধে দু'বার মৃত্যুর বিধান নেই।

হেমলক পান করালে যে শীতল মৃত্যুটা পা বেয়ে উঠে আসে, সেই কোর্সও আমার কমপ্লিট।

ও ছুটে বেরিয়ে যায়। আমার ঘরে কনিয়াক ওর ঘরে কম্বল, সে কোনটা আনবে আগে? কাঠের সিঁড়ি বেয়ে সে দৌড়ে উঠে যায়। তক্ষুনি কম্বল নিয়ে ফিরে আসে।

কে বলে আমার নোরা অন্ধ।

সে আবার যায়। এবার কি কনিয়াক না এ্যাম্বুলেন্স?

ও ফিরে আসে শূন্য হাতে, না ওর হাতে কর্ডলেস, ও ডায়াল করে।

ব্রান্ডির বোতলটা আমার খাটের নিচে। আমাদের যখন মুখ দেখাদেখি বন্ধ তখন আমি কিনে এনে চুরি করে করে খেয়েছি। না হলে ওর গালাগালি হযম করা মুশকিল হতো। ঢাকার কোন বস্তির মেয়েও এত গালাগালি জানে না। ভাগ্যিস গালিগুলো জার্মানে দিয়েছিল বাংলায় দিলে কান পচে মরতাম।

সে মিশেলকে ফোন করে হাঁউমাঁউ করে কাঁদতে থাকে। মিশেলের কণ্ঠ আমি শুনতে পাই না। তবে বেচারার জন্য সত্যি খারাপ লাগে। মিশেনকে ঝামেলায় ফেলে দিয়েছে। এই তো এখন বারবার চাপ দিচ্ছে সুইজারল্যান্ডে

www.pathagar.com

কথা বলার জন্য। মিশেল মনে হয় রাজি হয়।

নোরা আমার কাছ থেকে বেনকেনের নাম্বার চায়।

আমি বলতে গেলে ভেতর থেকে ঘর ঘর শব্দ হয়। ও কর্ডলেসের মাউথ পিসটা আমার ঠোঁটে চেপে ধরে। আমি ফিস ফিস করে বলার চেষ্টা করি। উল্টোপাল্টা হলে আমার করার কিছু নেই। নাম্বারটা নোরা রিপিট করে, একে বলে অন্ধের শ্রবণশক্তি। আমি তখন ফিস ফিস করে মিনতি করি, আমি শান্তি তে মরতে চাই আমাকে মরতে দাও।

নোরা তাই শুনে কাঁপতে থাকে আর ফোনে কাঁদতে থাকে। মিশেল মনে হয় বলে, কেউ ফোন ধরছে না !

নোরা তাকে আবার করার জন্য অনুরোধ করে। মিশেল কনফারেন্স ফোনে নোরাকে যুক্ত করে, সে তখন রিং -এর শব্দ শুনতে পায়।

নোরা বিড় বিড় করে, প্রভু আমি তোমাকে কখনো স্মরণ করিনি আজ করলাম, প্রভু...প্রভু....

আমি প্রভুকে না ডেকে ওকে ডাকি, বলি আমাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাক, আমি তোমার ওম্ নিয়ে যাই।

হ্যালো?

আমি মার্গারেটের গলা চিন্তে পারি।

নোরা স্পিকারে ফোন দেয়, এখন তার গলা আরও পরিষ্কার।

তখন লাইনে আসে মিশেল, ম্যাম আমি রেডিও বার্লিনের পথে পথে অনুষ্ঠান থেকে মিশেল বলছি।

মার্গারেট নি:শ্বাস নেয়। নি:শ্বাস ফেলে, তারপর আত্মহারা হয়ে বলে আপনি মিশেল ! কী সৌভাগ্য! সে একাধিক আনন্দ মিশ্রিত বিস্ময় প্রকাশ করে। তারপর জিজ্ঞেস করে,

বলুন বলুন কি ব্যপার?

আমরা আপনার মেয়ের ব্যাপারে কথা বলতে চাই।

মার্গারেট চুপ করে।

নোরা এখন কেমন আছে?

ধন্যবাদ, কিছুটা ভালো।

অপরাধী কি ধরা পড়েছে?

না।

আমরা যতদূর জানি তার নাম অপু।

হ্যাঁ।

www.pathagar.com

নোরা কি তার নাম বলেছে , নাকি এটা আপনার অনুমান?

না মানে তার তো তখন বলার কোন অবস্থাই ছিল না।

এখন?

এখনও সে ভীষণ শকড্।

এখন বলুন কি করে বুঝলেন যে অপু কাজটা করেছে?

অপু অলংকারের ব্যবসা করতো এবং দুর্ঘটনার পরে নোরার হাতের মুঠোয় আমরা তার ফেলে যাওয়া একটা অলংকার পাই।

আর তাতেই প্রমাণ হয়ে গেল অপু রেপ করেছে?

না মানে হ্যাঁ, আচ্ছা আপনি আমাকে জেরা করছেন কেন !

করবো না?

না।

তাহলে আপনি নোরাকে ফোনটা দিন আমরা তার কাছ থেকে অপুর ব্যাপারটি নিশ্চিত হবো।

অসম্ভব !

তার মানে আপনার ভয় সে হয়তো অন্য কারো নাম বলবে?

আপনি কি আবোল তাবোল কথা বলছেন ! আমি কিন্তু আপনাকে যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েছি, এখন আমি রাখবো।

আপনি ফোন রাখলে আমাকে পুরো টিম নিয়ে কষ্ট করে সুইজারল্যান্ডে আসতে হবে, আমার সাথে দুনিয়ার জার্নালিস্ট যাবে, টিভিতে রাত দিন এই নিয়েই ঘাটাঘাটি হবে, আপনি কি তাই চান?

না।

তাহলে নোরাকে দিন আমি তাকে একটিমাত্র প্রশ্ন করবো।

না।

তাহলে আমরা সুইজারল্যান্ডে আসছি আপনি তৈরি থাকুন।

দাঁড়ান।

মার্গারেট যেন কার সাথে কথা বলে, তারপর জানায়, নোরা ঘুমোচ্ছে।

তার মানে আপনি তাকে ফোন দেবেন না?

আবার কিছুক্ষণ যায়।

নোরাকে ফোন দেবে কি দেবে না সবাই ঝুলে থাকে।

হঠাৎ ক্ষীণ অমনোযোগী একটা কণ্ঠ ভেসে আসে, আ..আমি নোরা....

মিশেল অন্ধ নোরাকে জিজ্ঞেস করে, অপু তার কণ্ঠ চিন্তে পারছে কি না?

হ্যাঁ।

www.pathagar.com

মিশেল হ্যাঁ, ও নোরা অপু কনফার্ম করল !

নোরা আমি রেডিও বার্লিন থেকে মিশেল বলছি, অগণিত শ্রোতা সেটের সামনে বসে আছে তোমার কাছ থেকে একটিমাত্র সত্যিকথা শোনার আশায়....

বলুন?

তোমাকে কে রেপ করেছে?

অপু কি আপনার সামনে?

না ও আমার এখান থেকে অনেক দূরে, তবে কনফারেন্স ফোনে তোমার কথা শুনতে পাচ্ছে।

অপু আমাকে জিজ্ঞেস করলে বলবো।

ও খুব অসুস্থ, অন্ধ নোরা মিনতি জানায় দুখী নোরাকে !

ওর কি হয়েছে?

ও খালি গায়ে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল।

কেন?

ও লজ্জায় মরে যেতে চায়।

ওকে বলো আমি ওকে খুব ভালোবাসি, ওর কোন লজ্জা নেই। ও আমাকে অপমান করেনি.....

কে? অনেকগুলো কণ্ঠ একসাথে ধ্বনিত হয়।

তোমার মায়ের বয়ফ্রেন্ড, না?

অপুর কণ্ঠ শুনে নোরা থমকায়, তারপর হাসে। হাসতে হাসতে বলে, হ্যাঁ।

ওর হাসিটা কান্নার চেয়েও করুণ। নোরা ফোন রেখে দেয়।

মিশেল শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে নোরার সৎসাহস সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে।

আমার চোখে দু'ফোঁটা পানি এসে বরফ হয়ে যায়।

ওটাই আমার জীবনের শেষ অনুভূতি।

আমি চলে যাচ্ছি, অন্ধ মেয়েটির জন্য একটা ভালো কুকুর দরকার।

চুজ্..... আসি।

www.pathagar.com

ISBN 984 70338 0102 7